প্রতিদিন বদলে যাই নতুন প্রকাশে

নবপ্রকাশ

Daily Naboprokash ❍ ঢাকা ❍ রেজি নং- ৬৭৩৫ ❍ বর্ষ- ০৪ ❍ সংখ্যা- ১৪৭ ❍ ৮ পৃষ্ঠার দাম ৫ টাকা

মঙ্গলবার
১২ মে, ২০২৬
২৯ বৈশাখ,১৪৩৩
২৩ জিলক্বদ, ১৪৪৭ হিজরি

/naboprokash
www.naboprokash.com

২ দুবাই মাতাবেন নুসরাত ফারিয়া

২ উচ্চশিক্ষা রূপান্তরে 'জাতীয় কর্মশালা' উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

৭ ৫ বছরে এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কাজ করছে সরকার : ত্রাণমন্ত্রী

৭ এইচপির স্পিন কোচ রাজ্জাক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সোমবার ঢাকায় তেজগাঁওয়ে তাঁর কার্যালয়ে পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষ্যে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। -পিআইডি

সরকারের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে : ধর্মমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে বলে মন্তব্য করেছেন ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়েকোবাদ। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অনেকেই মেনে নিতে পারছেন না। গতকাল সোমবার বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরাম (বিএসআরএফ) আয়োজিত সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সরকারের বিরুদ্ধে কারা ষড়যন্ত্র করছে- এমন প্রশ্নের জবাবে ধর্মমন্ত্রী বলেন, যারা ক্ষমতার স্বাদ পায়নি তারাই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। সাংবাদিকদের দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে ধর্মমন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্র ও সমাজকে সঠিক পথে রাখতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের

২ এর পাতায় দেখুন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে সোমবার মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে ইউএনডিপি-এর ডেপুটি রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ সোনালী দয়ারত্নে সাক্ষাৎ করেন।

নারী গ্রাম পুলিশ নিয়োগ স্থানীয় সরকারকে আরো জনবান্ধব করবে : মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক

গ্রাম পর্যায়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরো কার্যকর করতে এবং নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে গ্রাম আদালতের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ ও গ্রাম পুলিশে নারী সদস্য নিয়োগে গুরুত্বারোপ করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

গতকাল সচিবালয়ে ইউএনডিপি'র প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এক বৈঠকে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে

২ এর পাতায় দেখুন

১০০ টাকার বেশি বিল নিলে লাইসেন্স বাতিলের হুঁশিয়ারি ডিএসসিসি প্রশাসকের

জহিরুল ইসলাম রাতুল

বাসাবাড়ি থেকে নির্ধারিত ১০০ টাকার বেশি বর্জ্য সংগ্রহ বিল আদায় কিংবা নিয়মিত ময়লা অপসারণে গাফিলতি করলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের (পিসিএসপি) লাইসেন্স বাতিল করা হবে বলে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মো. আবদুস সালাম।

সোমবার রাজধানীর নগর ভবন অডিটরিয়ামে বর্জ্য সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর (পিসিএসপি) সঙ্গে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক। সভায় আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে কোরবানির বর্জ্য দ্রুত অপসারণ এবং নগরীর নিয়মিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জোরদারে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হয়।

সভাপতির বক্তব্যে

২ এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতি-সন্ত্রাসকে রাজনৈতিক পরিচয়ে বিবেচনা না করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পুলিশ কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক পরিচয় বিবেচনা না করে অপরাধীদের অপরাধী হিসেবেই দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সরকারের আপসহীন অবস্থানের কথাও পুনর্ব্যক্ত করেন। পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমনে কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় আপনাদের রাজনৈতিক পরিচয় বা রাজনৈতিক প্রভাবের মুখোমুখি হতে হয়। আমি আজ পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, কারও রাজনৈতিক পরিচয় বিবেচনা করবেন না। যে অপরাধ করবে তাকে অপরাধী হিসেবেই বিবেচনা করবেন। আইনের প্রয়োগ সবার জন্যই সমান। আপনারা দায়িত্ব পালন করবেন রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণে। গতকাল সোমবার সকালে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা হলে পুলিশ সপ্তাহ- ২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি শক্তিশালী, জবাবদিহিমূলক, আইনসম্মত ও জনবান্ধব রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে পুলিশের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সরকার দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও দুঃশাসনের সঙ্গে কোনো আপস করতে চায় না। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে সারাদেশের মাঠ পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আপনারা সরাসরি ভূমিকা রাখছেন। সুতরাং আপনারা নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সফলভাবে পালনে সক্ষমতার পরিচয় দিলে বর্তমান সরকারও নিরাপদ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথে একধাপ এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। আমাদের সীমাবদ্ধতা থাকলেও সক্ষমতা অনুযায়ী এগিয়ে যেতে পারলে আমরা সফল হবো। প্রযুক্তির কারণে অপরাধের ধরন বেড়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেহেতু অপরাধের ধরন পরিবর্তন হয়েছে,ফলে পুলিশ প্রশাসনের কার্যক্রমের পরিধিও ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়েছে। সুতরাং, বর্তমানে পুলিশি কার্যক্রম এখন আর কয়েকদশক আগের মতো শহর নগর কিংবা জেলার মধ্যে সীমবদ্ধ নয়। তিনি বলেন, বর্তমানে 'ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম' বৈষয়িক বাস্তবতা। এ কারণে বিশেষ করে আমাদের প্রতিটি পুলিশ কর্মকর্তাকে বহুমুখীভাবে দক্ষ হওয়া প্রয়োজন। এটি এখন সময়ের দাবি। এমন বাস্তবতায় পুলিশ প্রশাসনে নির্দিষ্ট কিছু পদ নয় প্রতিটি 'পদ'ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, প্রশাসনের সকল পদেই কাজ করার পেশাদারী মানসিকতা থাকা জরুরি। পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, শুধুমাত্র পদোন্নতি কিংবা

২ এর পাতায় দেখুন

মেগা প্রকল্পের নামে বিগত সরকার লুটপাট করেছে

সড়ক পরিবহন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম বলেছেন, মেগা প্রকল্পের নামে বিগত সরকার লুটপাট করেছে। ত্রিশ লাখ কোটি টাকা তারা বিদেশে পাচার করেছে। শুধু তাই নয়, তারা বিশ লাখ কোটি টাকার উপরে বৈদেশিক ঋণ রেখে গেছে। তার মধ্যে দিয়েই রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হচ্ছে। গতকাল সোমবার দুপুরে পদ্মা সেতুর শরীয়তপুর জাজিরা প্রান্তে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও পদ্মা সেতু জাদুঘরের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, বিগত সময়ে ১৬টি মেগা প্রকল্পের অর্থ পুরোপুরি ব্যয় হয়ে গেলেও বাস্তবে

২ এর পাতায় দেখুন

ঢাকায় জরুরি পানি সরবরাহে ৯২০ কোটি টাকার প্রকল্প নিয়েছে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিরাপদ পানির ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষাপটে রাজধানীতে জরুরি পানি সরবরাহ নিশ্চিত এবং বিদ্যমান বিতরণব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ৯২০ কোটি ৮৫ লাখ টাকার একটি বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার।

> নিরাপদ পানির ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষাপটে রাজধানীতে জরুরি পানি সরবরাহ নিশ্চিত এবং বিদ্যমান বিতরণব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ৯২০ কোটি ৮৫ লাখ টাকার একটি বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার।

প্রকল্পটির নাম 'ইমার্জেন্সি ওয়াটার সাপ্লাই ইন ঢাকা সিটি'। বর্তমানে নির্মাণাধীন বড় বড় ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি শোধনাগার চালুর আগ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা পূরণ ও সরবরাহব্যবস্থা সচল রাখতে এটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি আগামী ২০৩০ সালের জুনের মধ্যে শতভাগ সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করবে ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যুয়ারেজ অথরিটি (ঢাকা ওয়াসা)।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) এরই মধ্যে সর্বশেষ বৈঠকে প্রকল্পটির অনুমোদন দিয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের প্রোগ্রামিং বিভাগের সদস্য (সচিব) এস এম শাকিল আখতার বাসস'কে বলেন, প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হলে রাজধানীর ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তিনি জানান, সর্বশেষ একনেক বৈঠকে ঢাকা ওয়াসাকে ভূগর্ভস্থ পানির অবস্থা, পানি পুনর্ব্যবহার এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের সর্বোত্তম ব্যবহার নিয়ে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বাসস'কে বলেন, প্রকল্পটির তিনটি প্রধান লক্ষ্য রয়েছে। এগুলো হলো: ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে জরুরি ভিত্তিতে ঢাকা মহানগরের বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখা; দৈনিক

২ এর পাতায় দেখুন

এখনও বিপৎসীমার ওপরে তিন নদীর পানি

নিজস্ব প্রতিবেদক

নদ-নদীর পানি আরও কমেছে। ফলে একদিনের ব্যবধানে তিন নদীর পানি বিপৎসীমার নিচে চলে এসেছে। তবে এখনও বিপৎসীমার ওপরে রয়েছে তিন নদীর পানি। ফলে বন্যা পরিস্থিতির আপাতত উন্নতি হচ্ছে।

গতকাল সোমবার পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র এমন তথ্য জানিয়েছে। পাউবো জানিয়েছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মোট ৩টি নদী তিনটি পয়েন্টে প্রাক-মৌসুমি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সুনামগঞ্জ জেলার নালজুর নদী জগন্নাথপুর পয়েন্টে, নেত্রকোণা জেলার সোমেশ্বরী নদী কলমাকান্দা পয়েন্টে, মগরা নদী নেত্রকোণা পয়েন্টে প্রাক-মৌসুমি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর অববাহিকার প্রধান নদীগুলোর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় সুরমা-কুশিয়ারা, ধনু-বাউলাই ও ভুগাই-কংস নদীর পানি সমতল হ্রাস পেয়েছে। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উজানে ও অভ্যন্তরে হাওর অববাহিকায় উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয়নি। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও বৈশ্বিক আবহাওয়া সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী, এই অঞ্চলে আগামী দুই দিন হালকা থেকে মাঝারি এবং তৃতীয় দিন মাঝারি-ভারি থেকে ভারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর অববাহিকার সিলেট, সুনামগঞ্জ জেলার সুরমা-কুশিয়ারা নদীর পানি সমতল আগামী দুই দিন হ্রাস পেতে পারে এবং তৃতীয় দিন স্থিতিশীল থাকতে পারে, ফলে সুনামগঞ্জ জেলার কুশিয়ারা অববাহিকার হাওর সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। নেত্রকোণা জেলার ভুগাই-কংস নদীর পানি সমতল আগামী তিন দিন হ্রাস পেতে পারে ও সোমেশ্বরী নদীর পানি সমতল আগামী তিন দিন স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং নেত্রকোণা জেলার ভুগাই-কংস অববাহিকার হাওর সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ জেলার ধনু-বাউলাই নদীর পানি সমতল আগামী তিন দিন স্থিতিশীল থাকতে পারে। নেত্রকোণা জেলার মগরা নদীর পানি সমতল আগামী তিন দিন হ্রাস পেতে পারে এবং নেত্রকোণা জেলার

২ এর পাতায় দেখুন

অপরাধ ঘটার পর নয়, আগেই প্রতিরোধে জোর দিতে হবে

পুলিশকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রচলিত প্রতিক্রিয়াশীল পুলিশিং থেকে বের হয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ও গোয়েন্দা তথ্যভিত্তিক প্রতিরোধমূলক পুলিশিং ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে এমন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে তা সংঘটিত হওয়ার আগেই প্রতিরোধ করা যায়। পুলিশ সপ্তাহ-২০২৬ উপলক্ষে গতকাল সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা হলে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান,

২ এর পাতায় দেখুন

বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পবিত্র ঈদুল আযহা ২০২৬ উপলক্ষ্যে টিসিবি'র ভ্রাম্যমান ট্রাকসেল কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। -পিআইডি

টিসিবির কার্যক্রম জবাবদিহিমূলক করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে: বাণিজ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাজার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও কার্যকর সরকারি নজরদারি নিশ্চিত করতে সরকার একাধিক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। তিনি বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে কোনো ধরনের সিন্ডিকেট বা কারসাজি যাতে কার্যকর হতে না পারে, সে লক্ষ্যেই সরকার কৌশলগত মজুত (স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নির্ভর সরবরাহ শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণ এবং টিসিবির সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গতকাল সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পবিত্র ঈদুল আজহা-২০২৬ উপলক্ষ্যে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) ট্রাকসেল কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে

২ এর পাতায় দেখুন

গাজায় ধ্বংসস্তূপের নিচে ৮ হাজার মরদেহ

নেই উদ্ধার তৎপরতা!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

গাজা উপত্যকায় ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো অন্তত ৮ হাজার ফিলিস্তিনির মরদেহ চাপা পড়ে রয়েছে। তবে উদ্ধার সরঞ্জামের ঘাটতির কারণে সেগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছে আমিরাতভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনাল।

গাজার সিভিল ডিফেন্সের মুখপাত্র মাহমুদ বাসসাল বলেন, বর্তমানে যে সরঞ্জাম রয়েছে তা অত্যন্ত পুরোনো এবং ইসরায়েলি বাহিনীর দুই বছরের সামরিক অভিযানে সৃষ্ট ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ মোকাবিলা তথা

২ এর পাতায় দেখুন

শেনজেন ভিসায় প্রবেশে সব কাগজপত্র সঙ্গে রাখার পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদক

ইউরোপে শেনজেন ভিসা নিয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে ভ্রমণকারীদের সব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে রাখার পরামর্শ দিয়েছে ঢাকাস্থ শেনজেনভুক্ত দেশগুলোর দূতাবাস।

গতকাল সোমবার ঢাকাস্থ শেনজেনভুক্ত দেশগুলোর দূতাবাস এ পরামর্শ দেয়। বার্তায় বলা হয়, ভিসা ভ্রমণের পূর্বানুমতি দিলেও যেকোনো শেনজেন দেশে প্রবেশের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সীমান্ত পুলিশের হাতে থাকে। তাই ভ্রমণকারীদের অবশ্যই সব কাগজপত্র সঙ্গে রাখতে হবে, যাতে প্রয়োজনে পুলিশ সেগুলো যাচাই করতে পারে। শেনজেনভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে- অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রিস, হাঙ্গেরি, ইতালি, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, লুক্সেমবার্গ, মাল্টা, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, রোমানিয়া,

২ এর পাতায় দেখুন

টেকনাফের খাল-বিল এখন রোহিঙ্গাদের বিষাক্ত বর্জ্যের ভাগাড়

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি টেকনাফের হ্নীলা এখন রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বিষাক্ত বর্জ্যের ভাগাড়। পাঁচটি ক্যাম্পের ১ লাখ ৬০ হাজার মানুষের পয়ঃবর্জ্য ও রাসায়নিক মিশে বিষিয়ে উঠেছে এখানকার খাল-বিল। এর প্রভাবে ধস নেমেছে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনে। হুমকির মুখে পড়েছে জীববৈচিত্র্য ও জনস্বাস্থ্য। ফলে জীবন-জীবিকা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, হ্নীলা ইউনিয়নের মাত্র চার বর্গকিলোমিটার এলাকায় পাঁচটি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার মানুষের বসবাস। বিপুল এই জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় রয়েছে চরম অব্যবস্থাপনা। সামান্য বৃষ্টি হলেই ক্যাম্পের ভেতরে জমে থাকা বিপুল পরিমাণ পয়োঃবর্জ্য, প্লাস্টিক ও পচা আবর্জনা খাল হয়ে সরাসরি নাফ নদে গিয়ে মিশছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ক্যাম্পের আশপাশে নিচু এলাকায় বসবাসের পরিবেশ চরম অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠছে। পরিবেশের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন স্থানীয়রা। খাল ও নদের পানি দূষিত হয়ে জলজ প্রাণীর বাসস্থান নষ্ট হচ্ছে। মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে।

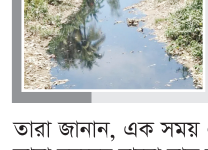

> বিপুল এই জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় রয়েছে চরম অব্যবস্থাপনা।

তারা জানান, এক সময় এই খালের পানি দিয়েই তারা বছরের বারো মাস কৃষিকাজ করতেন। কিন্তু এখন সেই বিষাক্ত পানি জমিতে দিলে ফসল পুড়ে যাচ্ছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, হ্নীলা ইউনিয়নের আলীখালী খাল, মুচনী ছুরি খাল, জাদীমুরা জাদীর খাল ও ওমর খালের পানি ব্যবহারের যোগ্যতা হারিয়েছে বহু আগেই। ক্যাম্পের লিকুইড বর্জ্য ও পয়ঃবর্জ্য মিশে খালের পানির রঙ আলকাতরার মতো কালো হয়ে গেছে। এর উৎকট গন্ধে খালের পাড় দিয়ে হাঁটাচলা করা দায় হয়ে পড়েছে।

লেদা এলাকার কৃষক জুবায়ের আক্ষেপ করে বলেন, এই পচা পানি এখন লবণ মাঠেও দেওয়া যায় না। বিষাক্ত বর্জ্যের কারণে লবণ উৎপাদন হচ্ছে না। লোনা পানির বদলে এখন খালে শুধু রোহিঙ্গাদের ময়লা পানি আসে। ফলে লবণ চাষিদের প্রতিবছর ক্ষতির মাশুল গুনতে হচ্ছে।

একই এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ ইদ্রিস বলেন, রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে আসা দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত পানি এখন খাল-বিল ছাপিয়ে নাফ নদীতে গিয়ে পড়ছে। এই ময়লা পানির কারণে খালের পানি ব্যবহারের যোগ্যতা হারিয়েছে। কৃষকরা তাদের জমিতে সেচ দিতে গিয়ে চরম বিপাকে পড়ছেন। এভাবে দূষণ চলতে থাকলে এই এলাকার খালগুলো চিরতরে মরে যাবে এবং কৃষকরা নিঃস্ব হয়ে পড়বে।

হ্নীলার জেলে নুরুল আলম বলেন, এক সময় খাল-বিল আর নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। এখন বিষাক্ত পানির কারণে মাছ পাওয়া যায় না। তার ওপর বৃষ্টির সময়

২ এর পাতায় দেখুন

নবপ্রকাশ

মঙ্গলবার
১২ মে, ২০২৬
২৯ বৈশাখ,১৪৩৩
২৩ জিলক্বদ, ১৪৪৭ হিজরি

যোগ্যতার ভিত্তিতে নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দেওয়া দরকার

ডা. জুবাইদা রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান বলেছেন, স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পে যোগ্যতার ভিত্তিতে নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দেওয়া দরকার।
তিনি বলেন, নারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও বাজারজাত সহায়তা দিতে হবে। তাহলে পারিবারিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি ও সন্তানদের শিক্ষা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথ সুগম করা সম্ভব হবে।
ডা. জুবাইদা রহমান গতকাল সকালে পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষ্যে রাজারবাগ

৭ এর পাতায় দেখুন

গতকাল পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষ্যে রাজারবাগ পুলিশ অডিটরিয়ামে 'বাংলাদেশ পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি' (পুনাক)-এর বার্ষিক সমাবেশ ও আনন্দ মেলায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ডা. জুবাইদা রহমান। ছবি : সংগৃহীত

কোরবানির হাটে জাল নোট ঠেকাতে ব্যাংকের বুথ বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদক

আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে দেশের পশুর হাটগুলোতে জাল নোট শনাক্তকরণ বুথ স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ঈদের আগে পশু কেনাবেচায় বিপুল পরিমাণ নগদ লেনদেন হওয়ায় জাল নোটের ঝুঁকি মোকাবিলায় এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
গত রোববার জারি করা এক সার্কুলারে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। একইসঙ্গে প্রতিটি ব্যাংককে একজন করে সমন্বয়কারী কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়ে তার নাম, পদবি ও মোবাইল নম্বর আগামী ১৭ মের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে ই-মেইলে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সার্কুলারে ঢাকা উত্তর

৭ এর পাতায় দেখুন

ইইডির শিমুল আকন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড়, তবুও বহাল তবিয়তে

স্টাফ রিপোর্টার

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি) ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই নানা ধরনের অনিয়ম, তদবির ও সিন্ডিকেট বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে। আর এসব অভিযোগের কেন্দ্রে বারবার উঠে আসছে ইইডির ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিমুল আকন্দের নাম। অধিদপ্তরের ভেতরে-বাইরে অনেকেই তাকে "ইইডির আর্থিক ও রাজনৈতিক ম্যানেজার" হিসেবে আখ্যায়িত করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, শিমুল আকন্দের

২ এর পাতায় দেখুন

গর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে তা প্রকাশ করা যাবে না

হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

গর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে-এ তথ্য প্রকাশের অনৈতিক চর্চা বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি কাজী জিনাত হকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ ২০২৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি এ রায় দেন। গতকাল সোমবার রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশিত হয়েছে। রায়ে বলা হয়েছে, অনাগত শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ ও তা প্রকাশ নারীর প্রতি বৈষম্য, কন্যাশিশু হত্যার প্রবণতা ও সামাজিক ভারসাম্যহীনতা বাড়াতে পারে। আদালতের মতে, এটি নারীর মর্যাদা, সমতা ও জীবনের সাংবিধানিক অধিকারের পরিপন্থি এবং আন্তর্জাতিক

৭ এর পাতায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে ধাক্কা

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে বড় ধাক্কা লেগেছে। দেশটির 'রিসিপ্রোকাল' শুল্কনীতির প্রভাবই এই রপ্তানি কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এর বাইরেও দেশটিতে ভোক্তা চাহিদা কমে যাওয়া, উচ্চ সুদের হার ও বৈশ্বিক নানা কারণকেও এই রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারায় আঘাত লাগার কারণ হিসেবে দায়ী করা হচ্ছে।
তথ্য-উপাত্ত বলছে, ২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকে উল্লেখযোগ্য ধীরগতি দেখা গেছে দেশটিতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে।
বাংলাদেশের প্রতিযোগী ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার মতো দেশ পোশাক রপ্তানিতে স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখলেও বাংলাদেশের এভাবে কমে যাওয়া খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভাবিয়ে তুলছে। শুধু যে রপ্তানি কমছে তাই নয়, আরো উদ্বেগের বিষয় হলো দেশটিতে ক্রেতারা বাংলাদেশি পোশাকের দামও কম দিচ্ছেনড় যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের টেক্সটাইল ও পোশাক খাতের দপ্তরের (অটেক্সা) সর্বশেষ তথ্য বিশ্লেষণে এমন চিত্র উঠে এসেছে।
বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান এ বিষয়ে বলেন, 'বৈশ্বিক বাণিজ্যে এখন বড় ধরনের অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। মার্কিন পাল্টা শুল্ক, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি, জ্বালানিসংকট এবং দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতাড়সব মিলিয়ে রপ্তানি খাতের ওপর চাপ বাড়ছে।
যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার। ওই বাজারে রপ্তানি কমে গেলে দেশের

পোশাকশিল্প সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই মধ্যে অনেক বৈশ্বিক ক্রেতা অর্ডার কমিয়েছেন। পণ্যের দামের ওপর চাপ বাড়ছে। ক্রেতারা এখন বড় অর্ডারের বদলে ছোট ও স্বল্পমেয়াদি অর্ডারে ঝুঁকছেন। সামনে আরো কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে।'
মার্কিন সংস্থা অটেক্সার তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের মোট পোশাক আমদানি ছিল ৫৯৯ কোটি ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.৮০ শতাংশ কম। জানুয়ারি-মার্চ সময়ে দেশটির মোট আমদানি কমে দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৭৭৩ কোটি ডলারে, যা আগের বছরের তুলনায় ১১.৬৩ শতাংশ কম।
বাংলাদেশ থেকে মার্চ ২০২৬-এ যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৬৬ কোটি ৪৯ লাখ ডলার, যা মার্চ ২০২৫-এর তুলনায় ৮.০৮ শতাংশ কম। জানুয়ারি-মার্চ সময়ে রপ্তানি কমেছে ৮.৩৮ শতাংশ, মোট আয় দাঁড়িয়েছে ২০৪ কোটি ডলারে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রে ভোক্তা চাহিদা হ্রাস, উচ্চ সুদের হার এবং আমদানি ব্যয়ের অনিশ্চয়তা বৈশ্বিক পোশাক বাণিজ্যে চাপ সৃষ্টি করছে। পাশাপাশি নতুন ট্যারিফ নীতি ও সরবরাহ শৃঙ্খলের জটিলতাও আমদানি প্রবাহকে প্রভাবিত করছে।
প্রতিযোগী দেশগুলোর মধ্যে ভিয়েতনাম তুলনামূলক স্থিতিশীল অবস্থানে রয়েছে। মার্চে দেশটির রপ্তানি ২.৫২ শতাংশ এবং জানুয়ারি-মার্চ সময়ে ২.৭৭ শতাংশ বেড়েছে। একই সময়ে কম্বোডিয়ার প্রবৃদ্ধি আরো শক্তিশালীড়মার্চে ১৬.২২ শতাংশ এবং প্রথম প্রান্তিকে ১৭.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
অন্যদিকে চীনের রপ্তানি বড় ধরনের পতনের মুখে পড়েছে। মার্চে ৩৭.২৪ শতাংশ এবং জানুয়ারি-মার্চ সময়ে ৫২.৯১ শতাংশ কমেছে। ভারতের ক্ষেত্রেও রপ্তানি কমেছে ২৭ শতাংশের বেশি।
মূল্য বিশ্লেষণে

৭ এর পাতায় দেখুন

প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট দেশ গড়তে কাজ করছে সরকার

আইসিটি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম।
গতকাল সোমবার সচিবালয়ে

৭ এর পাতায় দেখুন

কাজুবাদাম চাষে সফলতা পেয়েছে রাইখালী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদক

পার্বত্যঞ্চলে কৃষকদের বাতিঘর হিসেবে সু-পরিচিত রাঙ্গামাটির কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের কৃষি বিজ্ঞানীরা এবার কাজুবাদাম চাষে সফলতা অর্জন করেছেন।
গবেষণা কেন্দ্রের ২ একর এলাকায় কাজু বাদামের চাষ করা হয়েছে। এবার গাছগুলোতে বেশ ফল এসেছে।
গতকাল সোমবার সকালে কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, সারি সারিভাবে লাগানো কাজুবাদাম গাছগুলোতে ফল ধরেছে। এ যেন এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের বুকে সবুজ ক্ষেতে কাজুবাদামের সমাহার।
এ বিষয়ে রাইখালী পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান বাসসকে বলেন, ২০১৯ সালে ভিয়েতনাম, ভারত, কম্বোডিয়া এবং বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে কাজুবাদামের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে রাইখালী পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের ২ একর জমিতে রোপণ করা হয়।
রোপণের ৩ বছর পর ২০২২ সালে প্রথম ফল ধরে। বর্তমানে গাছগুলোর বয়স ৭ বছরের বেশি। তবে আগের তুলনায় বর্তমানে বেশি করে ফল ধরছে প্রতিটি কাজুবাদাম গাছে।

তিনি আরও বলেন, কাজুবাদাম বিশ্বের বাদাম জাতীয় ফসলের মধ্যে প্রথমস্থান দখল করে আছে। এর প্রতিটি গাছে ২০ থেকে ৩০ কেজি ফল পাওয়া যায়। প্রতিটি ফলের ওজন গড়ে ৩০ থেকে ৬০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিটি কাজুবাদাম নাটের ওজন ৫ থেকে ১০ গ্রাম হয়ে থাকে।
কাজুবাদামে রয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আমিষ, চর্বি, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বি এবং ভিটামিন সি। কাজুবাদামে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, পলিফেনল ও ক্যারিটনয়েড আছে। যা শরীরে রোগ প্রতিরোধ ও মস্তিস্কের শক্তি বৃদ্ধি করে।
এতে খারাপ কোলেস্টেরল কমিয়ে ভালো কোলেস্টেরল বাড়াতে সাহায্য করে। ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণে কাজুবাদামের ভূমিকা অপরিসীম।
রাইখালী পাহাড়ি কৃষি

৭ এর পাতায় দেখুন

অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি কমাতে তামাকপণ্যের দাম বৃদ্ধির দাবি চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক

অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি কমাতে আসন্ন ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে তামাকপণ্যের কার্যকর মূল্যবৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।
গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে ইউনাইটেড ফোরাম এগেইনস্ট টোব্যাকো ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ আয়োজিত 'অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি কমাতে তামাকপণ্যের কার্যকর দাম বৃদ্ধি : চিকিৎসকদের বাজেট প্রস্তাবনা ২০২৬-২৭' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) অধ্যাপক মো. ইউনুছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জনস্বাস্থ্যবিদ ডা. মুশতাক হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সাফিউন নাহিন শিমুল, জাতীয় বক্ষব্যাধী ইন্সটিটিউট ও হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সংবাদ সম্মেলনে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সমন্বয়ক ডা. অরুনা সরকার মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন।
এতে বলা হয়, বাংলাদেশে ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোক ও ফুসফুসের রোগসহ বিভিন্ন অসংক্রামক রোগের অন্যতম ঝুঁকির কারণ তামাক ব্যবহার। বর্তমানে দেশে প্রায় ৩ কোটি ৭৮ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করে এবং প্রতি বছর প্রায় ২ লাখ মানুষ তামাকজনিত রোগে অকালমৃত্যুবরণ করে। এছাড়া তামাক ব্যবহারজনিত স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ক্ষতির পরিমাণ বছরে প্রায় ৮৭ হাজার কোটি টাকা, যা তামাক খাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের তুলনায় দ্বিগুণের বেশি।
সংবাদ সম্মেলনে চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে আসন্ন বাজেটে নিম্ন ও মধ্যম স্তরের সিগারেট একত্রিত করে ১০ শলাকার প্যাকেটের খুচরা মূল্য ১০০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়। পাশাপাশি প্রতি প্যাকেটে ৪ টাকা সুনির্দিষ্ট কর আরোপ এবং উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরের সিগারেটের মূল্যও যথাক্রমে ১৫০ টাকা ও ২০০ টাকা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি

৭ এর পাতায় দেখুন

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে দক্ষিণ কোরিয়ায় আসিফ মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিবেদক

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্মেলনে যোগ দিতে দক্ষিণ কোরিয়া গেলেন এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
গত রোববার রাত ১০টার দিকে দক্ষিণ কোরিয়ার উদ্দেশে তিনি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এনসিপির মিডিয়া সেলের সদস্য ইয়াসিন আরাফাত।
তিনি জানান, ইতোমধ্যে দেশটিতে পৌঁছেছেন আসিফ। ইয়াসিন আরাফাত আরও জানান, বিশ্ব মানবাধিকার শহর ফোরাম ২০২৬ সম্মেলনটি দক্ষিণ কোরিয়ার গুয়াংজু শহরে অনুষ্ঠিত হবে। সফরকালে আসিফ মাহমুদ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ বিষয়ক বিভিন্ন সেশনে অংশ নেবেন। পাশাপাশি দক্ষিণ কোরিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। এছাড়া এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্সের দক্ষিণ কোরিয়া চ্যাপ্টারের

৭ এর পাতায় দেখুন

পবিত্র ঈদুল আজহা সামনে রেখে লুঙ্গি তৈরিতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন তাঁতিরা। ছবিটি গতকাল তামাই, সিরাজগঞ্জ এলাকা থেকে তোলা।

হামের উপসর্গে আরো ৬ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

হামের উপসর্গে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরো ছয়জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মৃত শিশুদের মধ্যে কারো হাম শনাক্ত হয়নি। হামের উপসর্গে ঢাকায় ৩, চট্টগ্রামে ২ ও ময়মনসিংহে ১ জন শিশু মারা গেছে।
গতকাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৩৪১ জন এবং গত ১৫ মার্চ থেকে ১১ মে পর্যন্ত সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ৫০ হাজার ৫০০ জন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ঢাকা বিভাগে ৫৬৫ জন, রাজশাহী বিভাগে ১৭৫ জন, রবিশাল বিভাগে ১১৬ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৫৮ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৭ জন, সিলেট বিভাগে ৬৬ জন, খুলনা বিভাগে ৯৭ জন এবং রংপুর বিভাগে ২৭ জন।
গত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হামরোগীর সংখ্যা ১১৮ জন, গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হামরোগীর

৭ এর পাতায় দেখুন

হাম-রুবেলা টিকাদানে রাসিকের শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় রাজশাহী মহানগরীতে পরিচালিত হাম-রুবেলা টিকাদান কার্যক্রমে শতভাগ সফলতা অর্জিত হয়েছে।
রাজশাহী মহানগরীর স্কুল ও কমিউনিটি পর্যায়ে পরিচালিত এ কার্যক্রমে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি সংখ্যক শিশুকে টিকা প্রদান করা হয়েছে।
রাসিকের স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যমতে, রাজশাহী মহানগরীর স্কুল ও কমিউনিটি পর্যায়ে মোট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৪ হাজার ৮৮৬ জন। এর বিপরীতে হাম-রুবেলা টিকা প্রদান করা হয়েছে ৫৭ হাজার ৩৭০ জনকে, যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ১০৪ দশমিক ৫৩ শতাংশ।
হাম রুবেলা টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হওয়ায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মো. মাহফুজুর রহমান রিটন সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, রাসিকের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, স্বাস্থ্যকর্মী, ইপিআই সুপারভাইজার, টিম লিডার, স্বেচ্ছাসেবক, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সচেতন নগরবাসীর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
রাসিক প্রশাসক বলেন, শিশুদের সুস্থ ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হাম-রুবেলা টিকাদান কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক টিকা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। একজন শিশুও যেন টিকার আওতার বাইরে না থেকে সেই ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

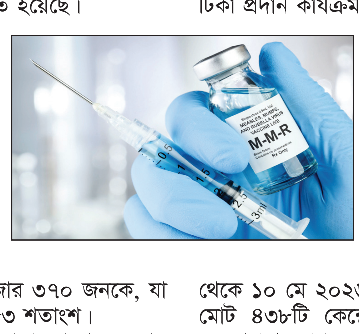

ইতোমধ্যে প্রথম পর্যায়ে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে। এই সফলতা অর্জনে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।
উল্লেখ্য, গত ২০ এপ্রিল ২০২৬ থেকে ১০ মে ২০২৬ পর্যন্ত স্কুল ও কমিউনিটি পর্যায়ে মোট ৪৩৮টি কেন্দ্রে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় প্রথম পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে হাম রুবেলা টিকাদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক হাম রুবেলা টিকাদানের সময়সীমা আগামী ২০ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে মপ-আপ করা হচ্ছে। এতে টিকা না পাওয়া শিশু খুঁজে বের করে টিকা প্রদান এবং সাথে সাথে র‍্যাপিড কনভিনিয়েন্স মনিটরিং করে অনলাইনে আপলোড করা হচ্ছে।

সাংবাদিক দম্পতি শাকিল-ফারজানা রুপার জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদক

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় সাংবাদিক দম্পতি শাকিল আহমেদ ও ফারজানা রুপাকে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। ফারজানা রুপাকে ছয় মামলায় ও শাকিল আহমেদকে পাঁচ মামলায় জামিন দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি একটি মামলায় তাদের দুজনের জামিন বিষয়ে রুল জারি করা হয়েছে। ফলে সব মামলায় জামিন না হওয়ায় তারা এখনই কারামুক্তি পাচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। তাদের পৃথক আবেদনের শুনানি নিয়ে গতকাল সোমবার বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার ও বিচারপতি শেখ আবু তাহেরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে জামিন আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক। গত ২১

৭ এর পাতায় দেখুন

অটোমেশন সিস্টেমে বদলে যাচ্ছে ভূমি সেবা

কমছে দালালের দৌরাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিবেদক

জমির খতিয়ান তোলা, নামজারি (মিউটেশন) সম্পন্ন করা কিংবা ভূমি উন্নয়ন কর (খাজনা) পরিশোধ করা সাধারণ মানুষের জন্য একসময় সময়সাপেক্ষ, জটিল ও ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া ছিল।
কাঙ্ক্ষিত সেবা পেতে ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস বা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দিনের পর দিন ঘুরতে হত। দীর্ঘসূত্রতা, তথ্যের অস্বচ্ছতা এবং দালালচক্রের দৌরাত্ম্য মানুষের ভোগান্তিকে বহুগুনে বাড়িয়ে দিত। তবে ডিজিটাল প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে সেই চিত্র বদলে যাচ্ছে। বর্তমানে মুঠোফোনেই পাওয়া যাচ্ছে অধিকাংশ ভূমি সেবা। ফলে দুর্নীতি কমছে, বাড়ছে স্বচ্ছতা; নাগরিক জীবনে ফিরে এসেছে স্বস্তি।
এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এমদাদুল হক চৌধুরী বাসস'কে বলেন, অটোমেশনের ফলে জনগণকে ভূমি সেবার পেতে এখন আর সরাসরি

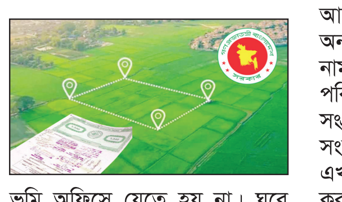

ভূমি অফিসে যেতে হয় না। ঘরে বসে বা অনলাইনেই এই সেবা পাওয়া যাচ্ছে। এতে দুর্নীতি যেমন কমেছে, সেবা প্রাপ্তিও সহজতর হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, তবে এক্ষেত্রে মানুষজনকেও আরও সচেতন হতে হবে। নয়তো মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ম্য কমানো কঠিন হবে।
সরকারের 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর (ডিএলআরএস) গত কয়েক বছরে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ধাপে ধাপে ডিজিটাল কাঠামোর আওতায় নিয়ে এসেছে। ফলে অনলাইনে নামজারি আবেদন, ই-নামজারি নিষ্পত্তি, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ, খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ, অভিযোগ দাখিল এবং ভূমি সংক্রান্ত তথ্য যাচাই, সবকিছুই এখন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে করা যাচ্ছে।
সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, ডিজিটাল ভূমি সেবা চালুর ফলে শুধু সময় ও খরচই কমেনি, বরং সেবার প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে। ফলে দুর্নীতির সুযোগ কমেছে এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তিও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।
ঘরে বসেই খাজনা পরিশোধ:

৭ এর পাতায় দেখুন

গাজীপুরে ৩ জনকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় দুই মামলায় আসামি ৫০০

নিজস্ব প্রতিবেদক

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে গরু চুরির অভিযোগে তিন জনকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় দুটি পৃথক মামলা হয়েছে। দুই মামলায় অজ্ঞাত ৫০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল পর্যন্ত এ দুই মামলায় কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। নিহত ব্যক্তিরা হলেন- সিলেট সদর থানার ঘাসিটোলার কমলা কান্তের ছেলে কৃষাণ (৪৬), গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার মাওনা বদনী ভাংনা এলাকার শরাফত আলীর ছেলে আজহারুল ইসলাম (৩৬) ও রাজধানীর মিরপুরের মধ্য পীরেরবাগ এলাকার আবদুল বারেকের ছেলে সেলিম (৩৮)। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তিরা পেশাদার গরু চোর ও ডাকাত ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কালিয়াকৈর উপজেলার বাগচালা এলাকার আবু বক্কর সিদ্দিকের বাড়িতে গরু চুরির ঘটনায় তিনি নিজেই বাদী হয়ে নিহত

৭ এর পাতায় দেখুন

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক- **আশিকুর রহমান, শাহিদুর রহমান শাহিদ** কর্তৃক এএইচ টাওয়ার (৭ম তলা), প্লট- ৫৬, রোড- ২, সেক্টর- ৩, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০ থেকে প্রকাশিত এবং ১৯৪/৫ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০, শামীম প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত।
বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয়- ৬৭/১ নয়াপল্টন, চায়না টাউন, ঢাকা- ১০০০। ফোন- ০১৯২৪৯৩১৮৩০, ০১৮৬৯১১০৩৭২, বিজ্ঞাপন- ০১৭০৫৩১১১২২। ইমেল- noboprokash138@gmail.com

দুবাই মাতাবেন নুসরাত ফারিয়া

বিনোদন ডেস্ক

মধ্যপ্রাচ্যের অস্থির পরিস্থিতির মাঝেই দুবাই মাতাবেন বাংলাদেশের চিত্রনায়িকা নুসরাত ফারিয়া। তার সঙ্গে থাকবেন চিত্রনায়ক জায়েদ খান।
দুবাইয়ে একটি জমকালো গালা ইভেন্ট ও আন্তর্জাতিক রিয়েল এস্টেট সেলস এক্সিবিশনে অংশ নেবেন তারা। পাশাপাশি এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সংগীত তারকারাও অংশ নেবেন এই গালা আয়োজনে। আগামী ১৭ মে বসবে জমকালো এ আসর।
দুবাইয়ের স্বনামধন্য আবাসন প্রতিষ্ঠান আজিজি ডেভেলপমেন্টসের এক্সক্লুসিভ চ্যানেল পার্টনার ডেজার্ট রাইজ রিয়েল এস্টেট এবং রোভার সাইবারের উদ্যোগে দুবাইয়ের ক্রাউন প্লাজা হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে এই আন্তর্জাতিক রিয়েল এস্টেট সেলস এক্সিবিশন।
সাম্প্রতিক বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক অস্থিরতা কাটিয়ে উঠতে দেশটির আবাসন ব্যবসায়ীরা নিচ্ছেন নতুন নতুন উদ্যোগ। এরই অংশ আন্তর্জাতিক রিয়েল এস্টেট সেলস এক্সিবিশন। এই এক্সিবিশনের কালচারাল ইভেন্টে দেখা যাবে নুসরাত ফারিয়া ও জায়েদ খানকে।

দুর্নীতি-সন্ত্রাসকে রাজনৈতিক

অপরাধী হিসেবেই বিবেচনা করবেন। আইনের প্রয়োগ সবার জন্যই সমান। আপনারা দায়িত্ব পালন করবেন রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণে। গতকাল সোমবার সকালে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা হলে পুলিশ সপ্তাহ- ২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি শক্তিশালী, জবাবদিহিমূলক, আইনসম্মত ও জনবান্ধব রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে পুলিশের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সরকার দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও দুঃশাসনের সঙ্গে কোনো আপস করতে চায় না। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে সারাদেশের মাঠ পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আপনারা সরাসরি ভূমিকা রাখছেন। সুতরাং আপনারা নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সফলভাবে পালনে সক্ষমতার পরিচয় দিলে বর্তমান সরকারও নিরাপদ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথে একধাপ এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। আমাদের সীমাবদ্ধতা থাকলেও সক্ষমতা অনুযায়ী এগিয়ে যেতে পারলে আমরা সফল হবো। প্রযুক্তির কারণে অপরাধের ধরন বেড়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেহেতু অপরাধের ধরন পরিবর্তন হয়েছে,ফলে পুলিশ প্রশাসনের কার্যক্রমের পরিধিও ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়েছে। সুতরাং, বর্তমানে পুলিশি কার্যক্রম এখন আর কয়েকদশক আগের মতো শহর নগর কিংবা জেলার মধ্যে সীমবদ্ধ নয়। তিনি বলেন, বর্তমানে 'ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম' বৈষয়িক বাস্তবতা। এ কারণে বিশেষ করে আমাদের প্রতিটি পুলিশ কর্মকর্তাকে বহুমুখীভাবে দক্ষ হওয়া প্রয়োজন। এটি এখন সময়ের দাবি। এমন বাস্তবতায় পুলিশ প্রশাসনে নির্দিষ্ট কিছু পদ নয় প্রতিটি 'পদ'ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, প্রশাসনের সকল পদেই কাজ করার পেশাদারী মানসিকতা থাকা জরুরি। পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, শুধুমাত্র পদোন্নতি কিংবা নিজেদের পছন্দের জায়গায় পোস্টিংয়ের জন্য পেশাদারিত্বের সঙ্গে আপস করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা হয়তো সাময়িক তুষ্টি লাভ করেন, তবে সেটি পেশাদারিত্বের সঙ্গে আপস করা হয়। সুতরাং, আপনাদের প্রতি আমার বিশেষ আহবান, পুলিশ প্রশাসনে আপনাদের ওপর যার যেখানে দায়িত্বভার অর্পিত হয় সেই কাজটি গুরুত্বসহকারে পালন করবেন। তাহলেই আমরা অবশ্যই একটি দক্ষ গতিশীল এবং পেশাদার পুলিশ প্রশাসন নিশ্চিত করতে সক্ষম হবো। ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সরকার পাঁচ বছরের জন্য। একইভাবে জনপ্রশাসন কিংবা পুলিশ প্রশাসনের কোনো পদও কারো জন্য চিরস্থায়ী নয়। এ কারণে আমি আজকের এই সভাটিকে কেবলই একটি আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে দেখতে চাই না। বরং এই সভাটি হয়ে উঠুক দেশের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আগামী দিনের পথ নির্দেশনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারের মুহূর্ত। একটি সরকারের সাফল্যের জন্য দক্ষ, সাহসী, সৎ এবং নিরপেক্ষ পুলিশ প্রশাসনের বিকল্প নেই উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিপদে পড়লে মানুষ কিন্তু প্রথমে পুলিশের কাছেই যায়। আমি বিশ্বাস করি, পুলিশ আন্তরিকভাবে চাইলে আইনি এবং কৌশলী ভূমিকা নিয়ে অনেক ঘটনা শুরুতেই নিস্পত্তি করতে পারে। চব্বিশের ৫ আগস্ট পরবর্তী পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, গত দেড় বছরে বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতি পুলিশ কৌশলগতভাবে মোকাবিলা করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে মব ভায়োলেন্স নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে। সরকার পুলিশকে সত্যিকারের জনবান্ধব বাহিনীতে রূপ দিতে চায় জানিয়ে তিনি বলেন, এই সরকার এমন একটি পুলিশ প্রশাসন চায় যেটি হবে জনবান্ধব এবং জনগণের আস্থাভাজন। কারণ, যে কোনো দেশেই জনগণ সাধারণত পুলিশ প্রশাসনকে সরকারের আয়না হিসেবেই বিবেচনা করে। সুতরাং, পুলিশ প্রশাসন সফল হলে সেটি কার্যত সরকারের সফলতা হিসেবেও বিবেচিত হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক হবে আইনগত এবং মানবিক। অন্য সকল কার্যক্রমের পাশাপাশি রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেও আপনাদের পুলিশি কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় হয়। এটিও আপনাদের দায়িত্বের একটি অংশ। বর্তমান সরকার অবশ্যই জনগণের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত রাখতে চায়। তবে, কেউ যেন সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কিংবা কোনো রকমের নাশকতামূলক কার্যক্রমে লিপ্ত হতে না পারে এটিও আমাদের সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সরকার নির্বাচনী ইশতেহার এবং জুলাই সনদ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে একটি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার, সেটি হলো বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহার এবং জনগণের সামনে স্বাক্ষরিত জুলাই সনদের প্রতিটি দফা, প্রতিটি অঙ্গীকার পর্যায়ক্রমে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। এ নিয়ে কারো মনে কোনো সংশয়ের কারণ নেই। দল-মত নির্বিশেষে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিটি মানুষকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে আসা সরকারের উদ্দেশ্য এ কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের নিরাপত্তার বিষয়টি পুলিশ সদস্যদের সবার আগে বিবেচনায় রাখতে হবে। এ জন্য তাদেরকে যেখানে যে দায়িত্ব দেওয়া হবে, সেটি গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করতে হবে। তাহলেই আমরা একটি দক্ষ, গতিশীল ও পেশাদার পুলিশ প্রশাসন গড়ে তুলতে পারব। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমাজ ও রাষ্ট্রে নানা কারণে মানুষ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এর অন্যতম কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য। এ কারণেই দায়িত্ব গ্রহণের পর বর্তমান সরকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানো এবং নাগরিকদের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাবলয় নিশ্চিত করতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। পুলিশ বাহিনীর কল্যাণেও সরকার কাজ করে যাবে জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, সততা, মেধা ও দক্ষতাই হবে প্রশাসনে নিয়োগ, বদলি ও পদায়নের মূলনীতি। আমরা জানি, পুলিশের দায়িত্ব কখনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সরকারকে জনগণ কীভাবে মূল্যায়ন করবে, তার অনেকটাই পুলিশের আচরণ ও কার্যক্রমের ওপর নির্ভর করে উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাষ্ট্র পুলিশের কাছে সততা, দক্ষতা, সেবা, ন্যায়পরায়ণতা, পেশাদারিত্ব ও মানবিকতা প্রত্যাশা করে। তিনি বলেন, আপনারা যদি এসব গুণ যথাসম্ভব ধারণ করতে পারেন, তাহলে 'আমার পুলিশ, আমার দেশ' স্লোগানটি সত্যিকার অর্থে সফল ও সার্থক হবে। আসুন, আমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশ, জাতি ও মানুষের জন্য যতটুকু সম্ভব ভূমিকা রাখি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোর্শেদ চৌধুরী, পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো: আলী হোসেন ফকির, অতিরিক্ত আইজিপি একেএম আউয়াল হোসেনসহ ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ। এ সময় পুলিশ কর্মকর্তারা তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া প্রধানমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন। পাশাপাশি দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশ সব সময় সরকারকে সহায়তা করতে প্রস্তুত বলেও জানান তারা। অনুষ্ঠানে পুলিশের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল থেকে এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন সংকটে পুলিশ কর্মকর্তাদের অবদান তুলে ধরা হয়, কর্মকাণ্ড ও পুলিশ বাহিনীকে উন্নত করতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নানা উদ্যোগের চিত্র নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি প্রচার করা হয়। উল্লেখ্য, গত রোববার রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স মাঠে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে চার দিনব্যাপী পুলিশ সপ্তাহ-২০২৬ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এবারের পুলিশ সপ্তাহের প্রতিপাদ্য হলো- 'আমার পুলিশ, আমার দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ'। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠান শেষে টাইগার গেইটের সামনে পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন।

গাজায় ধ্বংসস্তূপের

করতে ১০০ কোটি ডলারেরও বেশি ব্যয় হতে পারে।
২০২৫ সালের ৯ অক্টোবর মিশর, কাতার, যুক্তরাষ্ট্র ও তুরস্কের মধ্যস্থতায়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনার প্রথম ধাপ বাস্তবায়নে সম্মত হয় ইসরায়েল ও হামাস। পরদিন ১০ অক্টোবর গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়।
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস যোদ্ধারা গাজা থেকে ইসরায়েলি ভূখণ্ডে আকস্মিক হামলা চালায়। এতে সীমান্তবর্তী ইসরায়েলি বসতিগুলোর বাসিন্দারা নিহত হন এবং বহু মানুষকে জিম্মি করা হয়। এর জবাবে হামাসের সামরিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ধ্বংস এবং জিম্মিদের মুক্ত করতে গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরায়েল।
ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, ইসরায়েলি বাহিনীর এসব হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত ৭২ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছে ১ লাখ ৭৩ হাজারের বেশি মানুষ।

মেগা প্রকল্পের

নিয়ে পালিয়ে যাওয়ায় অনেক প্রকল্প শুরুই করা যাচ্ছে না। একইসঙ্গে ১৮ বছরের দুর্নীতি ও অ-আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার কারণে বিদেশি দাতা সংস্থাগুলো এখন বড় প্রকল্পে সহযোগিতা করতে অনীহা প্রকাশ করছে। সেতু বিভাগের নির্বাহী পরিচালক ও সচিব মোহাম্মদ আবদুর রউফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান, স্থানীয় সংসদ সদস্য সাঈদ আহমেদ আসলাম, জেলা পরিষদের প্রশাসক একেএম নাসিরউদ্দিন সরদার, জেলা প্রশাসক তাহসিনা বেগম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) শেখ শরীফ-উজ-জামান প্রমুখ।

সরকারের বিরুদ্ধে গভীর

ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের ভুল থাকলে তা তুলে ধরার পাশাপাশি তথ্য যাচাই করে সংবাদ প্রকাশের আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, সাংবাদিকতা একটি দায়িত্বশীল পেশা। সমাজে নানা ধরনের অপপ্রচার, ষড়যন্ত্র ও বিভ্রান্তি থাকে। এসব বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে গণমাধ্যমকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ধর্মমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকার সব সময়ের মতো কৃষক কল্যাণসহ বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এবং এসব উদ্যোগ জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। হজ ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে তিনি জানান, হজযাত্রীদের সমস্যা সমাধানে নিয়মিত খোঁজখবর রাখা হচ্ছে। খাবারের মান নিয়ে অভিযোগ উঠলে যাচাই-বাছাই করে দেখা গেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মানসম্মত খাবার সরবরাহ করছে এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ব্যয়ও কমানো হয়েছে। সমাজে মাদক, জুয়া ও অপরাধ দমনে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার গুরুত্ব তুলে ধরে ধর্মমন্ত্রী বলেন, গ্রামগঞ্জে মাদকবিরোধী সচেতনতা তৈরিতে গণমাধ্যমকে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে এবং যারা অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সাংবাদিকদের সহযোগিতার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে ধর্মমন্ত্রী বলেন, আমি জনগণের প্রতিনিধি। সাংবাদিকরাও জনগণের অংশ। প্রয়োজন হলে যেকোনো সময় তারা যোগাযোগ করতে পারেন।

১০০ টাকার বেশি বিল

ডিএসসিসি প্রশাসক নগরীর বিভিন্ন এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও নাগরিক ভোগান্তির বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, অনেক প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা আদায় করছে এবং প্রতিদিন ময়লা সংগ্রহ করছে না, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি স্পষ্টভাবে জানান, প্রতিটি ফ্ল্যাট বা বাসাবাড়ি থেকে মাসিক সর্বোচ্চ ১০০ টাকা বর্জ্য সংগ্রহ ফি নেওয়া যাবে এবং তা অবশ্যই নির্ধারিত রশিদের মাধ্যমে আদায় করতে হবে। কোনো প্রতিষ্ঠান এর ব্যত্যয় ঘটালে অভিযোগ তদন্ত করে তাৎক্ষণিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, নির্ধারিত ১০০ টাকার বেশি বিল আদায় করলে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে তাদের লাইসেন্সও বাতিল করা হবে। ডিএসসিসি প্রশাসক বলেন, নাগরিকদের সঙ্গে প্রতারণা বা অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করার কোনো সুযোগ নেই। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। নগরীর কোথাও যাতে ময়লা জমে না থাকে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রশাসক বলেন, "দিনের বর্জ্য দিনেই অপসারণ নিশ্চিত করতে হবে। কোনো এলাকায় ময়লা জমে থাকলে তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচিত হবে।" আসন্ন ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে ডিএসসিসি বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। সভায় জানানো হয়, ঈদের তিন দিন কোনো পরিচ্ছন্নতাকর্মী বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ছুটিতে থাকতে পারবেন না। প্রতিটি ওয়ার্ড পুরোপুরি বর্জ্যমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে। পিসিএসপি ঠিকাদারদের সরাসরি মাঠে উপস্থিত থেকে কার্যক্রম তদারকি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে পর্যাপ্ত ভ্যান, গাড়ি ও জনবল নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়।
সভায় পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের আচরণ ও পোশাক নিয়েও নির্দেশনা দেওয়া হয়। নাগরিকদের সঙ্গে ভদ্র ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন পোশাকে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান প্রশাসক। ডিএসসিসি প্রশাসক বলেন, নির্ধারিত স্থানের বাইরে রাস্তা, ড্রেন বা খালে ময়লা ফেলা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বাসাবাড়ির বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। তিনি নগরবাসীকেও দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান জানান।
তিনি বলেন, "বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শুধু একটি সেবা নয়, এটি একটি মানবিক ও সামাজিক দায়িত্ব। নগরী পরিষ্কার রাখতে সবার সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।" সভায় ডিএসসিসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

নারী গ্রাম পুলিশ নিয়োগ

দলের সঙ্গে এক বৈঠকে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে ইউএনডিপি'র ডেপুটি রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ সোনালি দয়ারত্নে-সহ চার সদস্যের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন।
বৈঠকে গ্রাম আদালত প্রকল্পের বর্তমান কার্যক্রম, অগ্রগতি এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় গ্রামীণ জনগণের জন্য সহজ, দ্রুত ও কম খরচে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে গ্রাম আদালতের ভূমিকা আরো শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
মন্ত্রী বলেন, গ্রাম আদালত এ অঞ্চলে শতবর্ষ ধরে গ্রামীণ বিরোধ নিষ্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তিনি আরো বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে ছোটোখাটো বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি হলে আদালতের ওপর চাপ কমবে এবং সাধারণ মানুষও সহজে ন্যায়বিচার পাবে।
বৈঠকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। এ সময় মন্ত্রী গ্রাম পুলিশে নারী সদস্য নিয়োগের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেলে স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম আরো কার্যকর, স্বচ্ছ ও জনবান্ধব হবে। পাশাপাশি নারী গ্রাম পুলিশ সদস্যরা নারী ও শিশু সংক্রান্ত বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
মন্ত্রী আরো বলেন, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
বৈঠকে গ্রাম আদালতের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, স্থানীয় পর্যায়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনডিপির মধ্যে সহযোগিতা আরো জোরদার করার বিষয়ে উভয়পক্ষ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
এ সময় স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. শহীদুল হাসানসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

জামায়াতের নিবন্ধন ফিরিয়ে

ভিত্তিতে জামায়াতের নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করে ২০১৩ সালের ১ আগস্ট রায় দেন হাইকোর্টের তিন সদস্যের বৃহত্তর বেঞ্চ। একই সঙ্গে আদালত এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার সনদ দেন, যা ওই বছরই আপিল হিসেবে রূপান্তরিত হয়। পাশাপাশি হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে নিয়মিত লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) করে দলটি। হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পরপরই তা স্থগিত চেয়ে জামায়াত আবেদন করে, যা ২০১৩ সালের ৫ আগস্ট খারিজ করে দেন আপিল বিভাগের তৎকালীন চেম্বার বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী। এরপর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল করে ২০১৮ সালের ৭ ডিসেম্বর প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। জামায়াতে ইসলামীকে দেওয়া নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করে দেওয়া হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে দলটির করা আপিল ও লিভ টু আপিল ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর খারিজ করে আদেশ দেন আপিল বিভাগ। আপিলকারীর পক্ষে সেদিন কোনও আইনজীবী না থাকায় আপিল বিভাগ ওই আদেশ (ডিসমিসড ফর ডিফল্ট) দেন। পরে দেরি মার্জনা করে আপিল ও লিভ টু আপিল পুনরুজ্জীবিত চেয়ে দলটির পক্ষ থেকে পৃথক আবেদন করা হয়। শুনানি নিয়ে ২০২৪ এর ২২ অক্টোবর আপিল বিভাগ আবেদন মঞ্জুর (রিস্টোর) করে আদেশ দেন। এরপর জামায়াতের আপিল ও লিভ টু আপিল শুনানির জন্য আপিল বিভাগের কার্যতালিকায় ওঠে। ২০২৪ এর ৩ ডিসেম্বর শুনানি শুরু হয়। আর প্রতীক বরাদ্দের বিষয়ে দলটি একটি আবেদন করে, যা ওই বছর ১২ মে আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে ওঠে। সেদিন আদালত আপিল ও লিভ টু আপিলের সঙ্গে শুনানির জন্য আবেদনটি ট্যাগ (একসঙ্গে) করে দেন। আগের ধারাবাহিকতায় শুনানি শেষে ১ জুন রায় দেন আপিল বিভাগ। উল্লেখ্য, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০২৪-এর ১ আগস্ট জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ করে জারি করা আগের প্রজ্ঞাপন বাতিল করা হয়।

ঢাকায় জরুরি পানি

অতিরিক্ত ৫৭৬ মিলিয়ন লিটার (এমএলডি) পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং সুপারভাইজরি কন্ট্রোল অ্যান্ড ডাটা অ্যাকুইজিশন (স্কাডা) ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে পাম্প পরিচালনা ও পানি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন করা।
বর্তমানে ঢাকা ওয়াসা ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস থেকে প্রায় ২ হাজার ৯৭৭ এমএলডি পানি উৎপাদন ও সরবরাহ করছে। এই পানি ঢাকা ও আশপাশের প্রায় ২ কোটি মানুষের চাহিদা পূরণ করছে।
কর্মকর্তারা জানান, বর্তমানে মোট পানি উৎপাদনের ৬৬ শতাংশ আসে ভূগর্ভস্থ উৎস থেকে এবং বাকি ৩৪ শতাংশ আসে ভূ-উপরিস্থ উৎস থেকে। তারা আরও বলেন, দ্রুত নগরায়ণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কারণে মাথাপিছু পানির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ফলে রাজধানীর পানি সরবরাহ নেটওয়ার্কের ওপর চাপও বাড়ছে। ২০২৯ সালের মধ্যে ঢাকায় পানির চাহিদা বেড়ে প্রায় ৩ হাজার ৫৫৮ এমএলডিতে পৌঁছবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
দীর্ঘমেয়াদে পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঢাকা ওয়াসা ধীরে ধীরে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়ানোর কৌশল গ্রহণ করেছে বলে জানান ওই কর্মকর্তা।
এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ৫০০ এমএলডি সক্ষমতার গন্ধর্বপুর পানি শোধনাগার (ফেজ-১) এবং ৪৫০ এমএলডি সক্ষমতার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ-৩) নির্মাণাধীন রয়েছে। এগুলো যথাক্রমে ২০২৬ ও ২০২৮ সালে চালু হওয়ার কথা রয়েছে।
এসব শোধনাগার চালু না হওয়া পর্যন্ত জরুরি প্রকল্পটি অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে পানি উৎপাদন সচল রাখা এবং নগরবাসীর জন্য নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করবে বলেও জানান তিনি।
প্রকল্পের আওতায় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রায় ৩৬১ বর্গকিলোমিটার এলাকা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে পানি উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে ৩৮৮টি গভীর নলকূপ প্রতিস্থাপন। এছাড়া পাম্পের কার্যকারিতা, স্বয়ংক্রিয়তা এবং পানি সরবরাহের তাৎক্ষণিক তদারকি উন্নত করতে ৪৫০টি পাম্প মোটর সেট, ৪৫০টি ভ্যারিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (ভিএফডি) এবং ১২৪টি স্কাডা সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা হবে।
পাশাপাশি ৬০টি গভীর নলকূপ সংস্কার এবং ২৮০টি পুনরায় সচল করা হবে। পানির মান উন্নয়নে ৪৪টি আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। একই সঙ্গে সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে নির্মাণ করা হবে ২৫০টি পাম্প হাউস।
সঞ্চালন ও পরিচালনাগত নির্ভরযোগ্যতা জোরদারে প্রকল্পের আওতায় ৪৮০টি পাম্প ডেলিভারি লাইন, ২৮ হাজার মিটার বৈদ্যুতিক ক্যাবল এবং ৪০ হাজার মিটার কলাম পাইপ স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি অবকাঠামো ও পরিচালন সুবিধা সুরক্ষায় প্রায় ৭ হাজার ১৫০ মিটার সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ করা হবে।প্রকল্পটির কারিগরি ও পরিচালনগত সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করেছে।
২০২৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) বৈঠকে প্রকল্প প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করা হয়। সেখানে কিছু পর্যবেক্ষণ মেনে চলার শর্তে প্রকল্পটি অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়।
পরিকল্পনা কমিশন মনে করছে, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভূ-পৃষ্ঠস্থ বড় পানি শোধনাগারগুলো চালু না হওয়া পর্যন্ত ঢাকার পানি সরবরাহব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হবে।

অপরাধ ঘটার পর নয়,

পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকিরসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, গতানুগতিক পদ্ধতির বাইরে এসে আধুনিক প্রযুক্তি ও সঠিক গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমেই অপরাধের পূর্বাভাস এবং প্রতিরোধে গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যবস্থা নেয়, যা মূলত রিঅ্যাকটিভ (প্রতিক্রিয়াশীল) পুলিশিং। তবে বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হলো প্রিভেন্টিভ পুলিশিং বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জোরদার করা। ধরুন, যদি বলা হয় ডাকাতি হয়ে গেছে, এখন পুলিশ যাবে। এটা প্রচলিত পুলিশিং ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করা। কিন্তু সমাজে এমন অবস্থা কি আমরা সৃষ্টি করতে পারি না, যেখানে পূর্বপ্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে আগেই গোয়েন্দা তথ্য নিয়ে পুলিশ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেবে, যাতে অপরাধটাই সংঘটিত না হতে পারে, প্রশ্ন করেন মন্ত্রী। তিনি উল্লেখ করেন, অপরাধ প্রতিরোধে গোয়েন্দা নজরদারি, তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রযুক্তিনির্ভর পুলিশিংকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকার সব ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলেও জানান তিনি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বজায় রাখতে হবে উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ব্যক্তিগত সততা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতার কোনো বিকল্প নেই। বাহিনীর শৃঙ্খলার সঙ্গে কোনো আপস করা হবে না। আপনাদের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন বাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, চেইন অব কমান্ড যারা ভঙ্গ করবেন তাদের বিরুদ্ধে আমি মন্ত্রণালয়ে যোগদান করার পরদিনই বার্তা দিয়েছি। চেইন অব কমান্ড বজায় রাখবেন, শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন। যে কোনো দুর্নীতির অভিযোগে আমরা বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব। তিনি নির্দেশ দেন- তৃণমূল পর্যায়ে অপরাধ দমনে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সেতুবন্ধন তৈরি করুন। বিট পুলিশিং কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করে পাড়া-মহল্লায় অপরাধীদের অভয়ারণ্য গুঁড়িয়ে দিতে হবে। মাদক, সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ পুলিশের অপারেশনাল কার্যক্রম, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য কাজে স্বচ্ছতা বাড়াতে বডিওর্ন ক্যামেরার ব্যবহার আমরা বাড়াতে যাচ্ছি। কিছু বডিওর্ন ক্যামেরা আমাদের আছে। ভবিষ্যতে সব পর্যায়ে যেন বডিওর্ন ক্যামেরা ব্যবহার করে তদন্ত, অপারেশন, সব কার্যক্রম, সব বিষয় রেকর্ডেড রাখতে পারি সেজন্য ব্যবস্থা নেবো। তিনি বলেন, জাতিসংঘের মানদণ্ড অনুযায়ী নূন্যতম বল প্রয়োগ নীতির বিষয়ে পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে, আপনারা সবাই দক্ষ পেশাদার পুলিশ অফিসার। আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে মানবাধিকারের বিষয়টি এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, তাই বলে আপনারা অপরাধ কার্যক্রম বন্ধ করতে গেলে বা কমাতে গেলে বা প্রসিকিউশন টিমকে সহযোগিতা করতে গেলে তদন্ত কার্যক্রম যেন সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয়, সেজন্য আপনারা কৌশলে যা যা করতে হয়, সেরকম মানবাধিকারকে সমুন্নত রেখে সব কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। তিনি বলেন, সড়ক, মহাসড়ক, নৌপথ, রেলপথ, শিল্প কলকারখানা এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও অত্যন্ত সংবেদনশীল স্থানেও বাংলাদেশ পুলিশ দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। মন্ত্রী বলেন, পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ট্যুরিস্ট পুলিশের সক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। এখানে আমরা এখনো সুনাম অর্জন করতে পারিনি। আমাদের দেশের ভাবমূর্তির বিষয়টি জড়িত। ট্যুরিস্ট পুলিশের যিনি সিনিয়র অফিসার রেসপন্সিবল, ওপরে তো আইজিপি আছে, আপনারা আবার একটা সমন্বিত উদ্যোগ নেবেন, যেন আমাদের দেশের ভাবমূর্তি বাড়ে এবং পর্যটকের সংখ্যাও বাড়ে। সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, অনলাইন জিডিসহ অন্যান্য সেবা দ্রুততার সঙ্গে প্রদানের কার্যক্রম চলছে। কিন্তু এটা এনশিওর করতে হবে যেন সবকিছু যথাসময়ে দিতে পারি। পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের নামে অতীতে যেসব ভোগান্তি হতো, আমরা নিজেরা ভুক্তভোগী, জানি। সেই রকম কোনো রিপোর্ট যেন না আসে। তিনি বলেন, আপনারা লিখেছেন পুলিশকে হতে হবে জনগণের প্রকৃত বন্ধু। সেটা আপনারা নিজেরা যেন বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন, সেরকম পুলিশিং ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন আশা করি। প্রতিটি থানায় আগত সেবাপ্রার্থী যেন কোনো ধরনের হয়রানি ছাড়া আইনি সহযোগিতা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখবেন, আপনাদের প্রতিটি আচরণ যেন রাষ্ট্রীয় সেবকের প্রতিফলন হয়। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, পুলিশই জনতা, জনতাই পুলিশ- এই স্লোগানকে কেবল মুখে নয়, কর্মে বাস্তবায়ন করতে হবে। জনবান্ধব পুলিশ সেটা প্রমাণ করার জন্য সামনে আরও সুযোগ আছে, সময় আছে। আশা করি পুলিশ কর্মকর্তারা এটি হৃদয়ে ধারণ করবেন। মন্ত্রী আরও বলেন, যে কোনোভাবেই হোক, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমাদের কিছু বিষয়ে বিব্রত হতে হয়েছে। সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্য আপনারা যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন এই বিগত দুই আড়াই মাস এই গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে এবং ভাবমূর্তি আপনারা সমুন্নত করতে পেরেছেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। এটাকে আপনারা ধরে রাখবেন। তবে আমার দৃষ্টিতে অ্যাচিভমেন্ট অনেক বাকি আছে। খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই। অনেক বাকি আছে, আপনারা চেষ্টা করবেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিগত সরকারের সময় পুলিশের জন্য রাশিয়া থেকে দুটি হেলিকপ্টার কেনা হলেও আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা ও অর্থ লেনদেন জটিলতার কারণে সেগুলো এখনো দেশে পৌঁছেনি। তবে সংশ্লিষ্ট দেশের ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গেছে এবং শিগগির সরবরাহ পাওয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, আমরা এখনো হেলিকপ্টার পাইনি। এমআই-১৭ কি পুলিশ এখন মেইনটেইন করতে পারবে? যেটা মেইনটেইন করতে পারবে, সেরকম অর্গানাইজেশনের জন্য হলে অসুবিধা নেই। হেলিকপ্টারগুলো হাতে পাওয়ার পর সেনাবাহিনীর সহায়তায় রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনার কথাও জানান মন্ত্রী। প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় আকারের হেলিকপ্টার বিভাগীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে এক্সচেঞ্জ করা হতে পারে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে র‌্যাবের একটি হেলিকপ্টার থাকলেও সেটির রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকভাবে হচ্ছে না। রাজশাহী সফরের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ওই হেলিকপ্টারে উঠতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেননি। তিনি আরও বলেন, বিজিবির দুটি হেলিকপ্টারের মধ্যে একটি প্রায়ই মেইনটেন্যান্সে থাকে এবং অন্যটি অচল অবস্থায় রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে নতুন করে আলাদা এভিয়েশন ইউনিট গঠনের আগে বিদ্যমান সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রেস্টিজের জন্য কোনো সংস্থার হেলিকপ্টার দরকার হলে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু বাস্তব সক্ষমতা বাড়ানো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান, ভবিষ্যতে পুলিশের সক্ষমতা ও দক্ষতা সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছালে এভিয়েশন ইউনিট গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করা হতে পারে।

টিসিবির কার্যক্রম জবাবদিহিমূলক

আব্দুল মুক্তাদির বলেন, সরকারের প্রধান লক্ষ্য হলো নিম্নবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে ভর্তুকিমূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য পৌঁছে দেওয়া। এ লক্ষ্যেই টিসিবির মাধ্যমে সারা দেশে নিয়মিতভাবে ভর্তুকিমূল্যে পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে এবং বিশেষ উৎসবকে কেন্দ্র করে ট্রাকসেল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, গত রমজানে প্রায় ২ কোটি ২৮ লাখ উপকারভোগীর কাছে ভর্তুকিমূল্যে খাদ্যপণ্য পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। এবার সেই সংখ্যা বাড়িয়ে প্রায় ২ কোটি ৮৮ লাখে উন্নীত করা হচ্ছে। একইভাবে গত বছরের ঈদুল আজহায় যেখানে প্রায় ১০ হাজার ৯০০ টন খাদ্যপণ্য সরবরাহ করা হয়েছিল, এবার তা বৃদ্ধি করে প্রায় ১৪ হাজার টনে উন্নীত করা হয়েছে, যা প্রায় ৪০ শতাংশ বেশি। মন্ত্রী বলেন, দেশের যেকোনো বিশেষ পরিস্থিতি, উৎসব বা বাজারে অস্বাভাবিক চাপের সময় সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী টিসিবির ট্রাকসেল কার্যক্রম চালু করবে। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার সর্বদা প্রস্তুত। খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, পূর্ববর্তী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত এক কোটি উপকারভোগীর মধ্যে প্রায় ৫৯ লাখের তথ্য প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে বর্তমানে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে ৮০ লাখ প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে আরও ২০ লাখ পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। টিসিবির ডিলার নিয়োগেও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে বলে জানান বাণিজ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, টিসিবির কার্যক্রমকে সম্পূর্ণ প্রশ্নহীন, জবাবদিহিমূলক ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হচ্ছে। বাজারে কারসাজি প্রতিরোধে সরকারের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, নির্বাচিত কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য রাষ্ট্রীয় কৌশলগত মজুত গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি আমদানি থেকে খুচরা বিক্রি পর্যন্ত পুরো সরবরাহ ব্যবস্থাকে এআই-ভিত্তিক ডিজিটাল পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হবে, যাতে সরকার বাস্তবসম্মত তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, নিত্যপণ্যের আমদানি মূলধননির্ভর হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই কিছু বড় ব্যবসায়ী এ খাতে সক্রিয় থাকেন। তবে সরকার এমন একটি অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়, যাতে আরও বেশি উদ্যোক্তা এই খাতে অংশ নিতে পারেন এবং বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি হয়। তিনি বলেন, এ সরকার জনগণের পক্ষে বাজার ব্যবস্থায় কার্যকর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের লক্ষ্য বাজার হবে স্বচ্ছ, স্থিতিশীল ও কারসাজিমুক্ত। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মো. আবদুর রহিম খান। স্বাগত বক্তব্য দেন টিসিবির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ ফয়সল আজাদ। পরে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির ক্রেতাদের কাছে ন্যায্যমূল্যে টিসিবির পণ্য বিক্রির কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

এখনও বিপৎসীমার

মগরা নদীর পানি সমতল আগামী তিন দিন হ্রাস পেতে পারে এবং নেত্রকোণা জেলার মগরা অববাহিকার হাওর সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার মনু নদীর পানি সমতল আগামী একদিন হ্রাস পেতে পারে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন স্থিতিশীল থাকতে পারে। খোয়াই ও জুড়ি নদীর পানি সমতল আগামী তিন দিন স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং সুতাং নদীর পানি সমতল আগামী তিন দিন হ্রাস পেতে পারে। ফলে হবিগঞ্জ জেলার সুতাং অববাহিকার হাওর সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

শেনজেন ভিসায় প্রবেশে

হাঙ্গেরি, ইতালি, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, লুক্সেমবার্গ, মাল্টা, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, স্পেন, সুইডেন, নরওয়ে, আইসল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড ও লিচেনস্টাইন।

টেকনাফের খাল-বিল

আলম বলেন, এক সময় খাল-বিল আর নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। এখন বিষাক্ত পানির কারণে মাছ পাওয়া যায় না। তার ওপর বৃষ্টির সময় এই নোংরা পানি উপচে আমাদের ঘরবাড়িতে ঢুকে পড়ে।
টেকনাফ লবণ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হোসাইন মুহাম্মদ আনিম জানান, আলীখালী, লেদা ও মুচনী এলাকার লবণ চাষিরা এখন নিঃস্ব হওয়ার পথে। বিষাক্ত বর্জ্যের কারণে লবণের গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে এবং উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে।
ক্যাম্প সূত্রে জানা গেছে, টেকনাফের এই পাঁচটি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মাত্র একটি ওয়াটার ট্রিটম্যান্ট প্লান্ট রয়েছে। ২৭ নম্বর ক্যাম্প এলাকা জাদীমুরায় ওই ট্রিটমেন্ট প্লান্টটির অবস্থান। ট্রিটমেন্ট প্লান্টটি ওই ক্যাম্পের জন্যও অপ্রতুল। অথচ বাকি চারটি ক্যাম্পের কোনোটিতেই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নেই।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক এনজিও কর্মকর্তা জানান, রোহিঙ্গাদের সৃষ্ট গৃহস্থালি বর্জ্যের মাত্র ৩০ শতাংশ ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হচ্ছে। বাকি ৭০ শতাংশ বর্জ্য, বিশেষ করে টয়লেটের লিকুইড বর্জ্য সরাসরি পার্শ্ববর্তী খাল ও নদীতে যাচ্ছে। এর ফলে বর্ষা মৌসুমেও এখানকার খালের পানির রং স্বাভাবিক থাকে না।
টেকনাফ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. হুমায়ুন কবির বলেন, খালগুলোর পানির গুণাগুণ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। এই পানি কোনোভাবেই ফসল উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য নয়। বিষয়টি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানিয়েছি।
টেকনাফ রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ইনচার্জ (সিআইসি) খানজাদা শাহরিয়ার বিন মান্নান পরিস্থিতির গুরুত্ব স্বীকার করে বলেন, অল্প জায়গায় বিশাল জনগোষ্ঠীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সত্যিই চ্যালেঞ্জিং। প্রতিটি ক্যাম্পে আধুনিক ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা না গেলে এই দূষণ রোধ করা সম্ভব নয়। আমরা চেষ্টা করছি বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও আধুনিক করতে।
পরিবেশবাদীরা মনে করছেন, দ্রুত এই বিষাক্ত বর্জ্য নিঃসরণ বন্ধ করা না গেলে নাফ নদীর জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি টেকনাফের মাটি ও পানি দীর্ঘমেয়াদি বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।

ইইডির শিমুল আকন্দের বিরুদ্ধে

পরিচয় কেবল একজন কর্মকর্তা বা সংগঠনের নেতা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি নিজেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও প্রভাবশালী মহলের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন। কখনো সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তা, কখনো সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর অনুসারী, কখনো জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের ঘনিষ্ঠজন, আবার কখনো বর্তমান ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক বলয়ের প্রভাবশালীদের আত্মীয় পরিচয়েও নিজেকে উপস্থাপন করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
অধিদপ্তরের একাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারীর দাবি, বিগত সরকারের সময় তিনি ছিলেন প্রভাবশালী একটি সিন্ডিকেটের অন্যতম সদস্য। সেই সময়ের বিতর্কিত সাবেক প্রধান প্রকৌশলীর "ক্যাশিয়ার" হিসেবেও পরিচিত ছিলেন তিনি। সরকার পরিবর্তনের পরও কৌশলে নিজের অবস্থান ধরে রেখে বর্তমানে ইইডির প্রধান কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ডেস্ক-১ এ দায়িত্ব পালন করছেন।
অভিযোগ রয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় সরকারঘনিষ্ঠ পরিচয়ে প্রভাব বিস্তার করলেও বর্তমানে তিনি নিজেকে "পারিবারিকভাবে বিএনপি-ঘনিষ্ঠ" হিসেবে পরিচয় দিয়ে নতুন বলয়ে অবস্থান শক্ত করার চেষ্টা করছেন। একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলে কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।
ইইডির কয়েকজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, শিমুল আকন্দ নিজেকে কখনো সচিবদের আস্থাভাজন, কখনো রাজনৈতিক নেতাদের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচয় দেন। এসব পরিচয় ব্যবহার করে তিনি অধিদপ্তরের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
অভিযোগের অন্যতম বড় অংশজুড়ে রয়েছে টেন্ডার ও কমিশন বাণিজ্যের বিষয়টি। সংশ্লিষ্টদের দাবি, ঠিকাদারদের কাজ পাইয়ে দেওয়া, কমিশন আদায় এবং কমিশন নিয়ে দ্বন্দ্ব হলে সেই কাজ অন্য ঠিকাদারের কাছে সরিয়ে দেওয়ার মতো কর্মকাণ্ডেও তার সম্পৃক্ততা রয়েছে।
বিশ্বস্ত সূত্র জানিয়েছে, ঢাকা মেট্রো, সাভার, জামালপুর, মানিকগঞ্জসহ বিভিন্ন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের একাধিক প্রকল্পে তার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ও আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে ঠিকাদারি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
কিছু ঠিকাদারের অভিযোগ, নির্দিষ্ট কমিশন নিশ্চিত না হলে বিভিন্নভাবে কাজের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করা হয়। আবার কমিশন সমঝোতা হলে দ্রুত ফাইল অনুমোদন কিংবা কাজের সুযোগ তৈরি হয় বলেও দাবি তাদের।
ইইডির অভ্যন্তরে সবচেয়ে আলোচিত অভিযোগগুলোর একটি হলো বদলি বাণিজ্য। অভিযোগ রয়েছে, শিমুল আকন্দের সঙ্গে সমন্বয় না করলে অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দূরবর্তী বা অপ্রত্যাশিত স্থানে বদলি করা হয়। আবার অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে বদলি স্থগিত বা পছন্দের পদায়নও নিশ্চিত করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।
সূত্রগুলো বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের বদলি প্রক্রিয়ায় একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট কাজ করছে, যার অন্যতম নিয়ন্ত্রক হিসেবে শিমুল আকন্দের নাম ঘুরে ফিরে আসছে।
এছাড়া পদোন্নতি নিয়েও নানা অভিযোগ রয়েছে। অধিদপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তা দাবি করেন, পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতার চেয়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও আর্থিক সমঝোতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।
এতসব অভিযোগ ওঠার পরও বর্তমান প্রশাসনের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী। তাদের প্রশ্ন, দীর্ঘদিন ধরে একই ধরনের অভিযোগ ওঠার পরও কেন তদন্ত বা প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। অভিযোগ রয়েছে, শিমুল আকন্দ বর্তমানে নিজেকে প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবেও উপস্থাপন করছেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে নিজের প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় রয়েছেন।
এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে শিমুল আকন্দের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।
অন্যদিকে, ইইডির প্রধান প্রকৌশলী তারেক আনোয়ার জাহেদীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

সুন্দরবনে বাঘের মুখ থেকে মৌয়ালকে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক

সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে বাবলু গাজী (৪৮) নামে এক মৌয়াল গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সকাল ৭টার দিকে তাকে সুন্দরবন থেকে লোকালয়ে উদ্ধার করে আনেন অন্য মৌয়ালরা। এর আগে গত রোববার সকাল ৮টার দিকে সুন্দরবন সাতক্ষীরা রেঞ্জের কাছিকাটা এলাকার পায়রাটুনি খালে বাঘের আক্রমণের শিকার হন তিনি। বাবলু গাজী শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ইউনিয়নের ডুমুরিয়া গ্রামের মালেক গাজীর ছেলে। স্থানীয় সূত্র ও ফিরে আসা মৌয়ালদের কাছ থেকে জানা যায়, গত রোববার সকাল ৮টার দিকে ইউসুফ গাজীর নেতৃত্বে একদল মৌয়াল সুন্দরবনের পায়রাটুনি খাল এলাকায় মধু ভাঙছিলেন (আহরণ)। হঠাৎ একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার ঝোপের আড়াল থেকে এসে বাবলু গাজীর ওপর হামলে পড়ে। এ সময় সঙ্গে থাকা অন্য মৌয়ালরা চিৎকার ও লাঠিসোঁটা নিয়ে এগিয়ে এলে বাঘটি সরে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় বাবলু গাজীকে উদ্ধার করে লোকালয়ের উদ্দেশে রওনা হন তারা। গতকাল সোমবার সকালে শ্যামনগরের নীলডুমুর ঘাটে পৌঁছে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তাকে নিয়ে সাতক্ষীরার উদ্দেশে রওনা করা হয়েছেন। বাবলু গাজীর পিতা মালেক গাজী বলেন, আমরা একসঙ্গে মধু ভাঙছিলাম। হঠাৎ বাঘ এসে আমার ছেলেকে আক্রমণ করে। আল্লাহর রহমতে সে এখনও জীবিত আছে। বন বিভাগের বুড়িগোয়ালিনী স্টেশনের সহকারী স্টেশন কর্মকর্তা ইরফান হোসেন বলেন, বিষয়টি মাত্র আমরা জানতে পেরেছি। খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

৫ বছরে এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কাজ করছে সরকার : ত্রাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু বলেছেন, বিএনপির নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী আগামী পাঁচ বছরে এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। বেসরকারি শিল্পখাতের পাশাপাশি সরকারি ক্ষেত্রেও নতুন নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হবে। গতকাল সোমবার দুপুরে লালমনিরহাট স্টেডিয়ামে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ আয়োজিত চাকরি মেলা-২০২৬ উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে বেকারত্ব এখন একটি বড় অভিশাপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিষয়টি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এ সমস্যা সমাধানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ধীরে ধীরে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হবে। তিনি আরও বলেন, হতদরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা এরই মধ্যে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, কৃষকদের ঋণ মওকুফ এবং খাল খনন কর্মসূচির মাধ্যমে গরিব ও অসহায় মানুষকে কর্মসংস্থানের আওতায় আনা হচ্ছে। ত্রাণমন্ত্রী বলেন, জনগণ যেহেতু বিএনপিকে ম্যান্ডেট দিয়েছে, সেই ম্যান্ডেট অনুযায়ী আমরা কাজ করছি। আমরা চাই স্বাধীনতার যে আকাঙ্ক্ষা, তা বাস্তবে রূপ পাক। এসময় তিস্তা মহাপরিকল্পনা নিয়েও কথা বলেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে 'জাগো বাহে তিস্তা বাঁচাই' আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। রংপুর অঞ্চলের প্রায় দুই কোটি মানুষ এ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। সরকার এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। চীন তিস্তা মহাপরিকল্পনায় কারিগরি সহায়তার আগ্রহ দেখিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শিগগিরই চীন সফর করবেন। জনগণের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে সরকার দ্রুত কাজ শুরু করবে বলে আমি আশাবাদী। চাকরি মেলায় তাৎক্ষণিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জেলার এক হাজার তরুণ-তরুণীকে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেওয়ার কথা জানানো হয়। এরই মধ্যে প্রায় ২ হাজার ৭০০ চাকরিপ্রার্থী আবেদন করেছেন বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।

এইচপির স্পিন কোচ রাজ্জাক

খেলা ডেস্ক

লেভেলে থ্রি কোচেস কোর্সে প্রথম হয়েছেন কিছুদিন আগেই। সনদ হাতে পাওয়ার দিনই কোচিং পেশায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সুযোগটা যে এত তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারে ভাবতে পারেননি জাতীয় দলের সাবেক বাঁহাতি স্পিনার আব্দুর রাজ্জাক। বিসিবি হাই-পারফরম্যান্স সেন্টারের স্পিন কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হতে পারে তাকে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অ্যাডহক কমিটির সভাপতি তামিম ইকবাল রাজ্জাকের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কথা বলেছেন বলে জানা গেছে।
সুযোগ সুবিধা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বনাবনি হওয়ায় দুই বছরের চুক্তির ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। বিসিবি সভাপতি তামিম ইকবালের এই সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক হিসেবে দেখা হচ্ছে। গতকাল সোমবার রাজ্জাকের নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করেন তামিম।
ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর বিসিবিতে নির্বাচক হিসেবে কাজ শুরু করেন মিনহাজুল আবেদীন নান্নু ও হাবিবুল বাশারের নির্বাচক প্যানেলে। নান্নু-বাশারের চুক্তি শেষ হলে গাজী আশরাফ হোসেন লিপুর নির্বাচক প্যানেলেও কাজ করেছেন তিনি। পরে নির্বাচক প্যানেল থেকে পদত্যাগ করে আমিনুল ইসলাম বুলবুলের পরিচালনা পর্ষদে নির্বাচিত পরিচালক হন। খুলনা বিভাগ থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন তিনি।
যদিও নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগে বুলবুলের কমিটি বাতিল করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। পরিচালকের পদ হারিয়ে কোচিং পেশায় ঢোকার চেষ্টা করছিলেন রাজ্জাক। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের কোনো একটি ক্লাবের সঙ্গে কথাও হয়েছিল তার। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ায় ক্লাবের থেকেও বড় মঞ্চ পেয়ে গেছেন তিনি। সম্মানজনক বেতনে চাকরি পাচ্ছেন বিসিবিতে।
এইচপিতে রাজ্জাকের রিপোর্টিং বস হবেন মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। একটি সূত্র জানিয়েছে, এইচপির হবু প্রধান কোচের সঙ্গে তামিম ইকবাল আলোচনা করেই রাজ্জাকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
বিসিবির চাকরিতে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে রাজ্জাক বলেন, 'সভাপতির সঙ্গে কথা হয়েছে। এখনও কোনো কিছু চূড়ান্ত হয়নি।' তবে নিয়োগ পেলে কোচের চাকরিটা মনযোগ দিয়ে করতে চান রাজ্জাক। নির্বাচক থাকাকালেই কোচিং পেশার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় বলে জানান রাজ্জাক। ভবিষ্যতে জাতীয় দলের স্পিন কোচ হওয়ার স্বপ্ন এই সাবেক বাঁহাতি স্পিনারের।
২০০৪ সালে জাতীয় দলে অভিষেক রাজ্জাকের। হংকংয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে ম্যাচ খেলেন। শেষ ওয়ানডে খেলেন ২০১৪ সালে। ১৫৩টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলে ২০৭ উইকেট শিকার করেন তিনি। ৩৪ টি২০ ম্যাচ খেলে ৪৪ উইকেট আর ১৩ টেস্টে ২৮ উইকেট পেয়েছেন। প্রথম শ্রেণীতে ১৩৭ ম্যাচ খেলে ৬৩৪ উইকেট শিকার তার। লিস্ট-এ ম্যাচ খেলেছেন ২৮০টি, উইকেট ৪১২টি।

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক

শতাংশ এবং জানুয়ারি-মার্চ সময়ে ২.৭৭ শতাংশ বেড়েছে। একই সময়ে কম্বোডিয়ার প্রবৃদ্ধি আরো শক্তিশালীমার্চে ১৬.২২ শতাংশ এবং প্রথম প্রান্তিকে ১৭.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
অন্যদিকে চীনের রপ্তানি বড় ধরনের পতনের মুখে পড়েছে। মার্চে ৩৭.২৪ শতাংশ এবং জানুয়ারি-মার্চ সময়ে ৫২.৯১ শতাংশ কমেছে। ভারতের ক্ষেত্রেও রপ্তানি কমেছে ২৭ শতাংশের বেশি।
মূল্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের পোশাকের ইউনিট মূল্যও কমেছে। মার্চ ২০২৬-এ গড় ইউনিট মূল্য ছিল প্রতি পিস ২.৮৬ ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ২.৭৭ শতাংশ কম। জানুয়ারি-মার্চ সময়ে কমেছে ২.৫৬ শতাংশ।
একই সময়ে রপ্তানি ভলিউমেও পতন দেখা গেছে। মার্চে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ২৩ কোটি ২৭ মিলিয়ন পিস পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৫.৪৬ শতাংশ কম। প্রথম তিন মাসে মোট ভলিউম কমেছে ৫.৯৭ শতাংশ।
খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু রপ্তানির পরিমাণ নয়, বরং ইউনিট মূল্য বৃদ্ধি ও পণ্যের বৈচিত্র্য বাড়ানো জরুরি। বিশেষ করে উচ্চমূল্যের ফ্যাশন ও টেকনিক্যাল টেক্সটাইল খাতে প্রবেশ না বাড়ালে দীর্ঘ মেয়াদে প্রতিযোগিতা ধরে রাখা কঠিন হবে।
তাঁদের মতে, বৈশ্বিক বাজারে অনিশ্চয়তা আছে। তবে বাংলাদেশ এখনো যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান পোশাক সরবরাহকারী দেশ। কিন্তু টিকে থাকতে হলে উৎপাদন দক্ষতা, সরবরাহ সক্ষমতা এবং বাণিজ্য কূটনীতি আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন।
বিজিএমইএর প্রথম সহসভাপতি কেডিএস গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম রহমান বলেন, 'বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে তৈরি পোশাক খাতকে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। বিশেষ করে বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিঘ্ন ও অস্থিরতা এবং বাংলাদেশের আসন্ন এলডিসি-পরবর্তী উত্তরণ বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'
তিনি আরো বলেন, এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদন দক্ষতা বাড়ানো, পণ্যের বৈচিত্র্য নিশ্চিত করা এবং উচ্চমূল্যের বাজারে প্রবেশ বাড়ানোর বিকল্প নেই। একই সঙ্গে বাণিজ্য কূটনীতি জোরদার এবং নতুন বাজার অনুসন্ধানেও গুরুত্ব দেওয়ার আহবান জানান তিনি।
বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, 'মার্কিন বাজারে সামগ্রিকভাবে নেতিবাচক প্রবণতা থাকলেও বাংলাদেশ তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে। চীন বাজার থেকে সরে যাওয়ায় সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারলে সামনে বড় সম্ভাবনা রয়েছে। পণ্যের বৈচিত্র্য বাড়াতে পারলে আরো ভালো করা সম্ভব।'
এপ্রিলের প্রেক্ষাপটে ৩১.২১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি
এদিকে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ৩১.২১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দেখা গেলেও বিশ্লেষকরা বলছেন, গত বছরের বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় না নিলে এই প্রবৃদ্ধি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যাবে না। ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে দেশের পোশাক রপ্তানি ছিল ২৩৯ কোটি ডলার। ওই সময় যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি নেমে আসে ৪৯ কোটি ডলারে, যা ছিল সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে অন্যতম নিম্নস্তর।
ব্যবসায়ীরা জানান, ঈদুল ফিতরের কারণে উৎপাদন ও শিপমেন্টে ধীরগতি ছিল। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের 'লিবারেশন ডে' শুল্কনীতি ঘোষণার পর বাজারে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, যার ফলে অনেক ক্রেতা অর্ডার স্থগিত করেন। এর সঙ্গে ভারতের ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিলের সিদ্ধান্তও রপ্তানি কার্যক্রমে জটিলতা তৈরি করে। ফলে এপ্রিল ২০২৫ ছিল ব্যতিক্রমী একটি মাস।
যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি নিয়ে অনিশ্চয়তা
যুক্তরাষ্ট্রের 'রিসিপ্রোকাল ট্যারিফ' সংক্রান্ত আদালতের সাম্প্রতিক রায়ে কিছু নির্দিষ্ট পক্ষের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ শুল্ক স্থগিত করা হলেও বেশির ভাগ আমদানিকারকের ক্ষেত্রে এটি এখনো কার্যকর রয়েছে।
এর ফলে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের রপ্তানিকারকদের জন্য শুল্ক পরিস্থিতি এখনো অনিশ্চিত। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও মূল্য নির্ধারণে সতর্ক অবস্থান নিতে হচ্ছে।
পোশাক খাতের উদ্যোক্তা ও ট্যাড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশিকুর রহমান তুহিন বলেন, 'বর্তমানে বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তা বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন দেশে সুরক্ষামূলক বাণিজ্যনীতি, অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ, জাহাজীকরণ ব্যয় বৃদ্ধি এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের অনিশ্চয়তা আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যবসা পরিচালনাকে কঠিন করে তুলছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে তৈরি পোশাক খাতে।'
আশিকুর রহমান তুহিনের মতে, শুধু কম খরচে উৎপাদনের কৌশল দিয়ে দীর্ঘ মেয়াদে টিকে থাকা সম্ভব নয়। এখন উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন, প্রযুক্তিনির্ভর কারখানা, দক্ষ মানবসম্পদ এবং দ্রুত সরবরাহ সক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। একই সঙ্গে নতুন বাজার অনুসন্ধান ও বাণিজ্য কূটনীতি জোরদার করাও জরুরি।
বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান রপ্তানি খাতের এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে বাস্তবভিত্তিক ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'জ্বালানি নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। শিল্প-কারখানায় নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি। রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র দ্রুত পূর্ণ সক্ষমতায় চালু করতে হবে। পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।'
শুধু যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের ওপর নির্ভর না করে মধ্যপ্রাচ্য, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় নতুন বাজার সম্প্রসারণের আহবান জানান তিনি। একই সঙ্গে বন্দর সক্ষমতা বৃদ্ধি, লিড টাইম কমানো, কাস্টমস ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং ব্যাংকঋণের সুদহার সহনীয় পর্যায়ে আনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সূত্র: কালের কণ্ঠ

অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি

সম্মেলনে চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে আসন্ন বাজেটে নিম্ন ও মধ্যম স্তরের সিগারেট একত্রিত করে ১০ শলাকার প্যাকেটের খুচরা মূল্য ১০০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়। পাশাপাশি প্রতি প্যাকেটে ৪ টাকা সুনির্দিষ্ট কর আরোপ এবং উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরের সিগারেটের মূল্যও যথাক্রমে ১৫০ টাকা ও ২০০ টাকা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সাফিউন নাহিন শিমুল বলেন, বর্তমানে সিগারেটের চারটি মূল্যস্তর থাকায় ব্যবহারকারীরা সহজেই কমদামি স্তরে চলে যেতে পারেন, ফলে তামাক ব্যবহার কমছে না। বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যম স্তরের সিগারেটের দামের ব্যবধান কম হওয়ায় তরুণ ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধূমপান নিরুৎসাহিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে।
জনস্বাস্থ্যবিদ ডা. মুশতাক হোসেন বলেন, প্রস্তাবিত কর ও মূল্য সংস্কার বাস্তবায়ন হলে একদিকে তামাকপণ্যের ব্যবহার কমবে, অন্যদিকে ৮৫ হাজার কোটি টাকার বেশি রাজস্ব পাওয়া যাবে, যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ৪৪ হাজার কোটি টাকা বেশি। এই অতিরিক্ত অর্থ স্বাস্থ্য খাত সংস্কার, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা জোরদার এবং অসংক্রামক রোগ মোকাবিলায় ব্যয় করা সম্ভব হবে।
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ব্রিগে. জেনা. (অব.) অধ্যাপক মো. ইউনুছুর রহমান বলেন, তামাকপণ্যে কার্যকর করারোপ বিশ্বব্যাপী তামাক নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর ও পরীক্ষিত পদ্ধতি। কার্যকর কর আরোপের মাধ্যমে তামাকপণ্যের দাম বাড়ানো হলে প্রায় ৫ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপান থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত হবে।

হামের উপসর্গে

২৫৮ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৭ জন, সিলেট বিভাগে ৬৬ জন, খুলনা বিভাগে ৯৭ জন এবং রংপুর বিভাগে ২৭ জন।
গত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হামরোগীর সংখ্যা ১১৮ জন, গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত নিশ্চিত হামরোগীর সংখ্যা ৬ হাজার ৯৩৭ জন।
১৫ মার্চ থেকে ১১ মে পর্যন্ত হাম রোগে আক্রান্ত সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩৫ হাজার ৯৮০ জন। একই সময়ে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন ৩১ হাজার ৯৯২ জন।
এ পর্যন্ত নিশ্চিত হামে ৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর গত ২৪ ঘণ্টায় হাম আক্রান্ত সন্দেহে ছয়জনসহ এখন পর্যন্ত হাম আক্রান্ত সন্দেহে ৩৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে।
এখন পর্যন্ত ঢাকা বিভাগে হাম আক্রান্ত হিসেবে সন্দেহভাজন রোগী ২২ হাজার ৭৬৯ জন। এর মধ্যে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়েছে ৪ হাজার ৭২০ জন।

কোরবানির হাটে জাল

ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের অনুমোদিত পশুর হাটগুলোতে কোন ব্যাংক দায়িত্ব পালন করবে, তা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। আর ঢাকার বাইরের পশুর হাটগুলোর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ব্যাংক অফিস ঠিক করবে। যেসব জেলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা নেই, সেখানে বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনের কাজ করবে সোনালী ব্যাংক। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ঈদের আগের রাত পর্যন্ত রাজধানীর পশুর হাটগুলোতে বিরতিহীনভাবে নোট যাচাই-সংক্রান্ত সেবা চালু রাখতে হবে। পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন, সিটি করপোরেশন, জেলা প্রশাসন, পৌরসভা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে সুষ্ঠুভাবে বুথ পরিচালনার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন পশুর হাটে দায়িত্ব পাওয়া ব্যাংকগুলোর মধ্যে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক, সীমান্ত ব্যাংক, এবি ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, আইএফআইসি ব্যাংক ও মেঘনা ব্যাংক। এছাড়া ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, যমুনা ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ও বেসিক ব্যাংকসহ আরও কয়েকটি ব্যাংক বিভিন্ন হাটে জাল নোট শনাক্তকরণ বুথ পরিচালনা করবে। অন্যদিকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ১৩টি পশুর হাটে দায়িত্ব পালন করবে ১৯টি ব্যাংক। এর মধ্যে রয়েছে দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক ও ওয়ান ব্যাংক। এছাড়া মধুমতি ব্যাংক, কমিউনিটি ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, এনসিসি ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকও বিভিন্ন হাটে বুথ পরিচালনা করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, কোনও জাল নোট শনাক্ত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ উদ্যোগের ফলে কোরবানির পশুর হাটে নিরাপদ ও সুষ্ঠু লেনদেন নিশ্চিত হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

যোগ্যতার ভিত্তিতে নারী

পুলিশ লাইন্সে পুলিশ অডিটরিয়ামে 'বাংলাদেশ পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি' (পুনাক)-এর বার্ষিক সমাবেশ ও আনন্দ মেলায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।
পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির (পুনাক) সদস্যরা তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে অবদান রাখছেন উল্লেখ করে সমিতির সদস্যদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আপনারা কর্মের মাধ্যমে আগামীর প্রজন্মকে সমাজে অবদান রাখার পথ দেখিয়ে দিতে সহায়তা করছেন।'
সবাই যদি নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সমাজ গঠনে অবদান রাখে তাহলে নিশ্চয়ই সেই কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব উল্লেখ করে ডা. জুবাইদা রহমান বলেন, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সমাজসেবামূলক পরিকল্পনাগুলো সমন্বিতভাবে একটি সুন্দর সুস্থ ও মানবিক সমাজ গঠনের ভিত্তি।
তিনি আরো বলেন, পরিবার ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রে থেকে নারীরা স্বাস্থ্য ও গ্রামীণ উন্নয়নে অংশ নিতে পারে। তাহলে কন্যা শিশুদের নিরাপত্তা ও সুন্দর মানবিক বিকাশ নিশ্চিত করতে প্রতিটি মেয়ে যে ভবিষ্যত নিজের জন্য গড়তে চায়, সেই পথে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির পরিবর্তে তা এগিয়ে নেবে।
পুনাক সহ-সভানেত্রী সাবিনা আওলাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহধর্মিনী হাসিনা আহমেদ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের সহধর্মিনী রওশন আরা শিল্পী ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কানিজ মওলা।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পুনাক সহ-সভানেত্রী সাবিনা আওলাদ। পুনাকের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদিকা কানিজ ফাতেমা। অনুষ্ঠানে সভাপতির একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনানো হয়।
অনুষ্ঠানে কৃতি শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণে কৃতিত্বের অধিকারীদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয়।
পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত পুনাক মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন জেলার পুনাক স্টলের মধ্যে প্রথম হয়েছে সাতক্ষীরা, দ্বিতীয় রাজশাহী এবং তৃতীয় লালমনিরহাট জেলা পুনাক।
প্রধান অতিথি ডা. জুবাইদা রহমান কৃতি শিক্ষার্থী এবং পুনাক স্টল বিজয়ীদের হাতে সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন।
পরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে মন্ত্রীর অফিস কক্ষে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনামের সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনের নেতৃত্বে চীনের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ কোম্পানির প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী এ কথা বলেন। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। মন্ত্রী বাংলাদেশের ডিজিটাল অগ্রযাত্রায় চীনের দীর্ঘদিনের সহযোগিতার প্রশংসা করে বলেন, দেশের টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়নে চীনা প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। মন্ত্রী বাংলাদেশে এআই ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, সেখানে তরুণ-তরুণীদের আধুনিক প্রযুক্তি ও এআই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হয়ে দেশের তরুণ সমাজ তথ্য-প্রযুক্তি বিপ্লবের অংশ হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করতে পারবে। ফকির মাহবুব আনাম আরও বলেন, বাংলাদেশ সবসময় বহুপাক্ষিক সহযোগিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং ডিজিটাল সংযোগ সম্প্রসারণে বিশ্বাস করে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও সুদৃঢ় হবে এবং দুই দেশের জনগণের কল্যাণে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। চীনের রাষ্ট্রদূত জানান, গত তিন থেকে চার দশক ধরে চীনের শীর্ষ প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে চীনা প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের পরিমাণ এক দশমিক পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি এবং তাদের প্রযুক্তিগত সহায়তায় দেশের প্রায় ৯৮ শতাংশ জনগোষ্ঠী মোবাইল নেটওয়ার্ক সুবিধার আওতায় এসেছে। এ ছাড়া এ বিনিয়োগের মাধ্যমে ১০ হাজারেরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রদূত আরও জানান, বাংলাদেশে চীনা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মোবাইল ফোন উৎপাদন কারখানা স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রতিবছর প্রায় ৮ মিলিয়নের বেশি মোবাইল ডিভাইস বাজারজাত হচ্ছে। জাতীয় আইসিটি নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, জাতীয় ডাটা সেন্টার নির্মাণ এবং ডিজিটাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প বাস্তবায়নেও চীনা প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বৈঠকে বাংলাদেশে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) খাতের উন্নয়নে যৌথভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া ভবিষ্যতে ফাইভজি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের ক্ষেত্রেও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, বিশেষ করে ওয়ার্ল্ড রেডিওকমিউনিকেশন কনফারেন্স-২০২৭ (ডাব্লিউআরসি-২৭) সাংহাইয়ে আয়োজন এবং আইটিইউ কাউন্সিল ও রেডিও রেগুলেশন্স বোর্ডে চীনের প্রার্থিতার বিষয়ে বাংলাদেশের সহযোগিতা কামনা করা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব বিলকিস জাহান রিমি, দূতাবাসের তৃতীয় সচিব ঝাং পেংফেই, বাই ঝাওশি, হুয়াওয়ের মা বেন এবং জেডটিইর মাও ইয়ংজুন সাক্ষাৎকালে উপস্থিত ছিলেন।

গর্ভের সন্তান ছেলে

ও জবাবদিহির ব্যবস্থা ছাড়া এ অনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ করা সম্ভব নয়। রায়ে নিবন্ধিত হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরিচালিত পরীক্ষার তথ্য সংরক্ষণ এবং তদারকির জন্য কেন্দ্রীয় ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরকে ৬ মাসের মধ্যে এ ডাটাবেজ চালু ও নিয়মিত হালনাগাদের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। আদালত আরও বলেন, ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের মাধ্যমে কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে বৈষম্য ও সম্ভাব্য নারী ভ্রূণ হত্যার ঝুঁকি তৈরি হয়, যা সংবিধানের ১৮, ২৭, ২৮, ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ভারতসহ বিভিন্ন দেশে এ ধরনের কার্যক্রম কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত বলেও রায়ে উল্লেখ করা হয়। এ নির্দেশনাকে 'কন্টিনিউ মেন্ডামাস' হিসেবে ঘোষণা করেছেন আদালত, যাতে ভবিষ্যতে নির্দেশনার বাস্তবায়ন তদারকি করা যায়। এর আগে ২০২০ সালের ২৬ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইশরাত হাসান গর্ভের শিশুর লিঙ্গ প্রকাশ বন্ধে রিট আবেদন করেন। রিটের পক্ষে তাকে সহযোগিতা করেন তানজিলা রহমান। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাশ গুপ্ত।

৩১ শিক্ষার্থীকে ৯২

নেওয়া এবং তাদের মেধাবিকাশের সুযোগ করে দেওয়া। ডিএনসিসি প্রশাসক বর্ষা মৌসুমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাসাবাড়ি, আঙিনা, ফুলের টব, বালতি ও বিভিন্ন পাত্রে জমে থাকা পানি নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে, যাতে এডিস মশার প্রজননস্থল তৈরি না হয়। নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় উল্লেখ করে শফিকুল ইসলাম খান সবাইকে নিজ নিজ জায়গা থেকে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি 'শনিবারের অঙ্গীকার, নিজ নিজ বাসা ঘর করি পরিষ্কার' স্লোগান বাস্তবায়নে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, ২০১৭ সালের নীতিমালার ভিত্তিতে শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গত বছর ৬৯ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হলেও এ বছর তা বৃদ্ধি করে ৭৩১ জনে উন্নীত করা হয়েছে। তিনি জানান, নিম্ন আয়ের পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করাই এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। ডিএনসিসির প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ রাকিবুল হাসান বলেন, শিক্ষার্থীরা শুধু মেধার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না, বরং পরিবার ও অভিভাবকদের সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমেই তাদের বিকাশ সম্পন্ন হয়। তার পরামর্শ- অভিভাবকদের দায়িত্ব হলো সন্তানদের সঠিকভাবে যত্ন নেওয়া, যাতে তারা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ

সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। এছাড়া এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্সের দক্ষিণ কোরিয়া চ্যাপ্টারের উদ্যোগে আয়োজিত একাধিক সাংগঠনিক সভা, প্রতিনিধি বৈঠক এবং কমিউনিটি সংযোগমূলক কার্যক্রমেও তিনি অংশ নেবেন। সফর শেষে আগামী ১৯ মে রাতে তার দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

কাজুবাদাম চাষে সফলতা

শক্তি বৃদ্ধি করে।
এতে খারাপ কোলেস্টেরল কমিয়ে ভালো কোলেস্টেরল বাড়াতে সাহায্য করে। ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণে কাজুবাদামের ভূমিকা অপরিসীম।
রাইখালী পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানিরা বলেন, বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে প্রায় ৫ লাখ হেক্টর জমি অনাবাদী রয়েছে।
এর মধ্যে যদি ১ লাখ হেক্টর জমিতে কাজুবাদাম চাষ করা যায় তাহলে ১ লাখ টন কাজুবাদাম উৎপাদন করা সম্ভব। দেশে ভালো মানের কাজুবাদাম উৎপাদন করা গেলে বৈদেশিক মুদ্রা যেমন সাশ্রয় হবে তেমনি কাজুবাদাম রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে।
এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত অনেকের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং বিশেষ করে নারীরা স্বাবলম্বী হতে পারবে। পাহাড়ে সম্ভাবনাময় কাজু বাদাম চাষের বিস্তৃতি বাড়াতে এখন প্রয়োজন সরকারি উদ্যোগ।

সাংবাদিক দম্পতি শাকিল

শুনানি করেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক। গত ২১ এপ্রিল জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ঘটনায় দায়ের করা হত্যাসহ সাত মামলায় শাকিল আহমেদ ও ফারজানা রুপার জামিন আবেদনের ওপর শুনানি শেষ হয়। পরে আদেশের জন্য দিন ধার্য করা হলেও তা পিছিয়ে যায়। ২০২৪ সালের ৩১ আগস্ট রাজধানীর আদাবর থানার গার্মেন্টস কর্মী রুবেল হত্যা মামলায় সাংবাদিক দম্পতিকে কারাগারে পাঠান আদালত। একই বছরের ২১ আগস্ট হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে শাকিল আহমেদ ও ফারজানা রুপাকে আটক করা হয়। পরদিন ২২ আগস্ট উত্তরা পূর্ব থানার ফজলুল করিম হত্যা মামলায় তাদের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। পরে গত ২৬ আগস্ট রুবেল হত্যা মামলায় তাদের আরও পাঁচ দিনের রিমান্ডে পাঠানো হয়।

গাজীপুরে ৩ জনকে

সিদ্দিকের বাড়িতে গরু চুরির ঘটনায় তিনি নিজেই বাদী হয়ে নিহত তিন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতপরিচয় ২০০ থেকে ২৫০ জনকে আসামি করে একটি মামলা করেন। এ ছাড়া গরু চুরির অভিযোগে গণপিটুনিতে তিন ব্যক্তি নিহত হওয়ার ঘটনায় কালিয়াকৈর থানার এসআই শফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা করেছেন। তবে গতকাল সোমবার সকাল পর্যন্ত এ দুই মামলায় কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। এলাকাবাসী ও পুলিশের ভাষ্য, ১০ থেকে ১২ সদস্যের একটি সংঘবদ্ধ গরুচোর চক্র একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ে বাগচালা এলাকার আবু বক্কর সিদ্দিকের বাড়িতে যায়। এ সময় বাড়ির মালিক বিষয়টি টের পেয়ে আশপাশের লোকজনকে ডাক দিলে স্থানীয় লোকজন তাদের ধাওয়া করেন। একপর্যায়ে জনতা তালা কাটার সরঞ্জাম, চাপাতি, দাসহ তিন জনকে আটক করে পিটুনি দেন। পরে তাদের ব্যবহৃত পিকআপ ভ্যানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে কালিয়াকৈর থানা-পুলিশ ও ফুলবাড়িয়া পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত অবস্থায় তিন জনকে উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। কালিয়াকৈর থানার ওসি সহিদুল ইসলাম বলেন, গরু লুট করে নিয়ে যাওয়ার সময় এলাকাবাসী ধাওয়া করে তিন জনকে আটক করলেও সাত থেকে আট জন চোর পালিয়ে যান। তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

অটোমেশন সিস্টেমে

বরং সেবার প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে। ফলে দুর্নীতির সুযোগ কমেছে এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তিও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।
ঘরে বসেই খাজনা পরিশোধ:
আগে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে সরাসরি ভূমি অফিসে গিয়ে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। অনেক ক্ষেত্রে একাধিকবার যাতায়াত করতে হত। এতে সময় ও অর্থ, উভয়ের অপচয় হত। বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং এবং অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে ঘরে বসেই কর পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে।
ভূমি মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ই-পর্চা ও ই-খাজনা কার্যক্রম চালুর পর প্রতিবছরই অনলাইনে কর পরিশোধকারীর সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে বছরে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ লাখ নাগরিক অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করছেন।
এসব করদাতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিও রয়েছেন। তারা বিদেশে বসেই নিজেদের জমির খাজনা পরিশোধ করছেন। ফলে ভূমি অফিসে সরাসরি উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই কমে গেছে।
লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার বাসিন্দা জয়নাল আবেদীন বাসস'কে বলেন, আগে খাজনা দিতে পুরো একটা দিন লেগে যেত। এখন মোবাইলে কয়েক মিনিটে কাজ হয়ে যায়। আবার সঙ্গে সঙ্গে রসিদও পাওয়া যাচ্ছে।
অনলাইনে নামজারিতে কমছে দালাল নির্ভরতা:
জমি কেনাবেচার পর মালিকানার প্রমাণপত্র পুনর্নির্ধারণ করতে যেতে হয় নামজারি বা মিউটেশন প্রক্রিয়ায়। এটি আগে ছিল সবচেয়ে জটিল ধাপগুলোর একটি। আবেদন করতে গিয়ে অনেকেই দালালের শরণাপন্ন হতেন এবং বাধ্য হয়ে সরকারি ফি'র চেয়ে কয়েকগুণ বেশি টাকা খরচ করতেন।
বর্তমানে অনলাইনে নামজারি আবেদন চালুর ফলে সেই পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। আবেদনকারী নিজেই অনলাইনে আবেদন, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আপলোড এবং আবেদনের অগ্রগতি মোবাইল ফোনে পর্যবেক্ষণ করতে পারছেন। প্রতিটি ধাপে এসএমএস নোটিফিকেশন চালু থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দেশে এখন পর্যন্ত প্রায় ১ কোটিরও বেশি ই-নামজারি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৫ লাখের বেশি আবেদন বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, পেন্ডিং আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মাঠ প্রশাসনকে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ) নাসরিন জাহান বাসস'কে বলেন, অনলাইনে নামজারির আবেদন ভূমি সেবাগ্রহীতাদের সমস্যা অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি এসব আবেদন যেন দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তি করা হয়, সে বিষয়ে প্রতিটি উপজেলার ভূমি সহকারী কমিশনারদের পর্যাপ্ত নির্দেশনা দেওয়া আছে।
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমির নামজারি করতে না পারলে তাদের জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।
খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ এখন হাতের নাগালে:
ভূমি সংক্রান্ত প্রতারণা রোধে খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ যাচাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগে এই তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক সময় ভুয়া কাগজপত্রের কারণে মানুষ প্রতারিত হত। এখন অনলাইনে জমির মালিকানা, দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বর এবং জমির পরিমাণ যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে।
চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী শিমুল চক্রবর্তী বলেন, আগে জমি কেনার সময় কাগজ যাচাই করতে অনেক ঝামেলা হত। এখন অনলাইনে খতিয়ান মিলিয়ে সহজেই নিশ্চিত হওয়া যায় তথ্য সঠিক কি না।
দালালচক্রের দৌরাত্ম্য হ্রাস:
একসময় ভূমি অফিসকেন্দ্রিক দালালচক্র সাধারণ মানুষের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করত। তথ্যের অভাব ও জটিল প্রক্রিয়ার কারণে অনেকেই বাধ্য হয়ে তাদের সহায়তা নিতেন।
বর্তমানে অনলাইনভিত্তিক সেবা চালুর ফলে সেই নির্ভরতা অনেকটাই কমেছে। নির্ধারিত ফি ও সময়সীমা অনলাইনে উন্মুক্ত থাকায় অতিরিক্ত অর্থ দাবি বা অযৌক্তিক বিলম্বের সুযোগ কমে গেছে। পাশাপাশি ডিজিটাল ট্র্যাকিং ব্যবস্থার কারণে কোন কর্মকর্তা কতদিন ধরে একটি আবেদন আটকে রেখেছেন, সেটিও পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এতে জবাবদিহিতা বেড়েছে।
চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার শিক্ষক শাহাদাত হোসেন বলেন, আগে মনে হত নামজারি করা খুব কঠিন। কিন্তু এবার অনলাইনে আবেদন করে সহজেই কাজ সম্পন্ন করেছি। কোনো দালালের প্রয়োজন হয়নি।
ডিজিটাল ডাটাবেজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:
ভূমি মন্ত্রণালয় দেশের সব ভূমি রেকর্ড, খতিয়ান এবং মৌজা ম্যাপ একটি সমন্বিত ডিজিটাল ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করার কাজ করছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন জেলার পুরোনো রেকর্ড স্ক্যান করে ডিজিটাল আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে জিআইএস (জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম) প্রযুক্তির মাধ্যমে মানচিত্রভিত্তিক জমির তথ্য দেখার সুবিধা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এতে জমির সীমানা নিয়ে বিরোধ কমবে এবং মামলা-মোকদ্দমাও হ্রাস পাবে।
এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে জাল কাগজপত্র শনাক্তকরণ, একই জমি একাধিকবার বিক্রির চেষ্টা প্রতিরোধ এবং আবেদন দ্রুত যাচাইয়ের পরিকল্পনাও রয়েছে।
সংশ্লিষ্টরা জানান, ভূমি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসন, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস এবং রাজস্ব বিভাগের তথ্য একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করা হলে জমি কেনাবেচার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মালিকানা হালনাগাদ করা সম্ভব হবে।
এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব তোফাজ্জল হোসেন বাসস'কে বলেন, অটোমেশনের ফলে মানুষজন ভূমির যে সেবা পাচ্ছে, তার ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে জিআইএস প্রযুক্তির মাধ্যমে মানচিত্রভিত্তিক জমির তথ্য দেখার সুবিধা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এতে জমির সীমানা নিয়ে বিরোধ কমে আসবে, পাশাপাশি জমি নিয়ে মামলাও কম হবে।

টানা বৃষ্টির সম্ভাবনা

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, উত্তর শ্রীলঙ্কা উপকূলের অদূরে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে।
আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানান, বজ্রমেঘের কারণে গতকাল রোববার থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এই বৃষ্টির মাত্রা আরও বাড়বে। আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে রংপুর বিভাগে বৃষ্টি বাড়তে থাকবে। এর ময়মনসিংহ, সিলেট এমনকি ঢাকা বিভাগেও বৃষ্টি হতে পারে।
আবহাওয়াবিদ কাজী জেবুন্নেছা বলেন, চলতি সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে সারা দেশেই কম বেশি বৃষ্টি হবে। তবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে দেশের উত্তর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। এটি কয়েকদিন অব্যাহত থাকতে পারে।
তিনি আরও বলেন, বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। তবে এটি সম্পর্কে আরও ২৪ ঘণ্টা পর স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। এরপরই বোঝা যাবে লঘুচাপটি শক্তিশালী হবে কিনা, কিংবা শক্তিশালী হলে উপকূলের কোথায় আঘাত হানবে।

স্ত্রীর পরকীয়া প্রেমিককে হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রায় ১৪ বছর আগে রাজধানীর তেজগাঁও এলাকায় স্ত্রীর পরকিয়া প্রেমিকে হত্যার ঘটনায় মো. শাহাদাৎ হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গতকাল সোমবার ঢাকার অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ-৯-এর বিচারক মাহমুদুল ইসলাম এ রায় ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে আসামিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রায় ঘোষণার সময় কারাগার থেকে শাহাদাৎ হোসেনকে আদালতে হাজির করা হয়। পরে সাজা পরোয়ানা দিয়ে তাকে আবার কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক। রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মামলার অভিযোগ সুত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে আসামির স্ত্রী সঙ্গে ভিকটিম আনিসের পরকীয়া ছিল। বিষয়টি আসামি বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পেরে ভিকটিমকে নিষেধ করেন। কিন্তু আনিস কথা না শুনে তার স্ত্রীর সঙ্গে আবারও দেখা করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ২০১২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বিকেলে ঢাকার তেজগাঁও থানাধীন আনোয়ারা পার্কের দক্ষিন পার্শ্বে মা মেডিকেল ষ্টোরের বিপরীত দিকে ফুটপাতে ভিকটিমকে ছরিকাঘাত করে হত্যা করে ফেলে রাখেন। মামলার বিবরণে জানা যায়, আসামির স্ত্রীর সঙ্গে ভিকটিম আনিসের দীর্ঘদিন ধরে পরকীয়া সম্পর্ক ছিল। বিষয়টি জানার পর আসামি তাকে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য সতর্ক করেন। তবে আনিস পুনরায় দেখা করতে গেলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন শাহাদাৎ। ২০১২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বিকেলে তেজগাঁওয়ের আনোয়ারা পার্কের দক্ষিণ পাশে ফুটপাতে ছুরিকাঘাত করে আনিসকে হত্যা করেন। পরে ওই ঘটনায় তেজগাঁও থানার উপপরিদর্শক মো. মাসদুল ইসলাম অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলাটি করেছিলেন। মামলাটি তদন্ত করে ২০১৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তেজগাঁও উপপরিদর্শক কাজী সাহান হক আসামির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন। একই বছরের ২৭ মে আসামির বিরুদ্ধে চার্জগঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত। মামলাটি বিচারকালে ১৪ জন সাক্ষীর মধ্যে ৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শাটডাউন, প্রতি কক্ষে শিক্ষকদের তালা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদোন্নতির দাবিতে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে চলে কমপ্লিট শাটডাউন। এমনকি শিক্ষকরা প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করে আন্দোলন বেগবান করছেন। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আন্দোলনরত শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা কর্মচারীদের অফিস কক্ষে তালা মেরে দেন। এর আগে তাদেরকে অফিস কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয়। শিক্ষকদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও। সকাল থেকে দাবি আদায়ে আন্দোলনরত শিক্ষকরা প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় অবস্থান নেন। পরে তারা বিভিন্ন দফতরে গিয়ে কার্যক্রম বন্ধ রাখার অনুরোধ জানান। কর্মরতদের তাদের আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার হওয়ার আহ্বান করেন। পরে শিক্ষকদের একটি টিম প্রতিটি কক্ষে গিয়ে তালা মেরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দেন। আন্দোলনরত শিক্ষকরা বলেন, শিক্ষকদের দাবি ও চলমান আন্দোলনের মধ্যে পদোন্নতি সংক্রান্ত জটিলতা সমাধানে গত ৩০ এপ্রিল উপাচার্য, বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার ও আন্দোলনরত শিক্ষকদের প্রতিনিধিদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে দাবি মেনে নেওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু গত শনিবার সিন্ডিকেট সভা হলেও তার কোনও সমাধান হয়নি। এর প্রতিবাদে আন্দোলনরত শিক্ষকরা সভা করে কমপ্লিট শাটডাউনের ঘোষণা দেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা এবং প্রশাসনিক কাজ থেকে শিক্ষকদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত হয়। এর আগে গত ২১ এপ্রিল থেকে শিক্ষকদের পদোন্নতির দাবিতে এ আন্দোলন শুরু হয়। শিক্ষকেরা প্রথমে কর্মবিরতি, শাটডাউন এবং সর্বশেষ ২৮ এপ্রিল সংবাদ সম্মেলনে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে যায়। ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, শিক্ষকদের এই আন্দোলনের কারণে তারা লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ছে। সেশনজট আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত পথে এগোবে। দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করে শিক্ষার্থীদের ক্লাস ও পরীক্ষা সচলের দাবি জানান তারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম জানিয়েছেন, সিন্ডিকেটের সভা ইতিবাচক হয়েছে। তারপরও তারা আন্দোলন ডাক দিয়েছে। শিক্ষকদের আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে আসার আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি শিক্ষকদের ক্লাস ও পরীক্ষা চালিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান উপাচার্য। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫টি বিভাগে প্রায় ১০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত।